بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ, রুকূ ঃ ১, আয়াত ঃ ৭

١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٣

১। আল্‌হামদু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্। আর্‌রহ্‌মা-নির্ রহীম্।
(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব। (২) যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

٤ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٦

৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দীন্। ৪। ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্‌তা'ঈন্।
(৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা কেবল তোমারই গোলামী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

٧ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٨ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

৫। ইহ্‌দিনাছ্ ছির-ত্বোয়াল্ মুস্‌তাক্বীম্। ৬। ছির-ত্বোয়াল্লাযীনা আন্'আম্‌তা
(৫) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর। (৬) ঐ সমস্ত লোকদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান

٩ عَلَيْهِمْ ٧ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ع

'আলাইহিম্। ৭। গইরিল্ মাগ্‌দূবি 'আলাইহিম্ অলাদ্দোয়া — ল্লীন্।
করেছ। (৭) যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্ট নয় তাদের পথ আমাদেরকে প্রদর্শন কর।

নামকরণ ঃ এ সূরা কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা। এ কারণেই এর নাম দেয়া হয়েছে ফাতিহাতুল কোরআন। অর্থাৎ কোরআনের প্রারম্ভিক। এছাড়া আরও বহুনাম আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম হল – ১। ফাতিহা, ২। উম্মুল কোরআন, ৩। ফাতিহাতুল কিতাব, ৪। শাফিয়াহ্, ৫। সার'ই মাছামী, ৬। হাম্‌দ্, ৭। তা'লিমুল্ মাসআলাহ্, ৮। মুনাজাত, ৯। কোরআনে আযীম, ১০। উম্মুল কিতাব।

ফযীলত ঃ হাদীছ শরীফে বর্ণিত- সর্বাপেক্ষা উত্তম যিক্‌র 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্' এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া সূরা ফাতিহা। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, সূরা ফাতিহার দৃষ্টান্ত, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী গ্রন্থে তা নেই-ই এমন কি পবিত্র কোরআনেও এর সমতুল্য অন্য কোন সূরা অবতীর্ণ হয়নি। -(মা'রিফুল কোরআন)

★ সূরা শেষে (اٰمِيْن) আ-মীন্ বলা সুন্নাত কিন্তু আমীন্ সূরার অংশ নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা বাক্বারাহ্

মাদানী ঃ রুকূ ঃ ৪০, আয়াত ঃ ২৮৬

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى ﴿٢﴾

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম্। ২। যা-লিকাল্ কিতা-বু লা-রইবা ফীহ্ ; হুদাল্
(১) আলিফ্ লাম্ মীম্। (২) এটা এমন কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা ঐ মুত্তাকীদের জন্য।

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

লিল্ মুত্তাক্বীন্। ৩। আল্লাযীনা ইয়ু”মিনূনা বিল্গইবি অইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা-তা
(৩) পথ প্রদর্শক যারা অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা নামায কায়েম করে

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٤﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

অমিম্মা-রযাক্বনা-হুম্ ইয়ুন্ফিক্বূন্। ৪। অল্লাযীনা ইয়ু”মিনূনা বিমা ~ উন্যিলা
এবং আমার দেয়া রিযিক্ থেকে ব্যয় করে, (৪) আর তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে,

اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

ইলাইকা অমা ~ উন্যিলা মিন্ ক্বব্লিক্; অবিল্ আ-খিরতিহুম্ ইয়ূক্বিনূন্।
এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি, আর আখেরাতের প্রতি রাখে তারা দৃঢ় আস্থা।

পারা ১ মঞ্জিল ১

নামকরণ ঃ বাক্বারাহ্ অর্থ গাভী। এ সূরার একস্থানে বাক্বারার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বিধায় এ সূরার নাম সূরা বাক্বারাহ্ রাখা হয়েছে।
শানেনুযূল ঃ ইহুদী মালেক ইবনে ছুহাইব কোরআন সম্পর্কে মু'মিনদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। এ সন্দেহ দূর করার জন্য প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১ ঃ পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার প্রথমে এরূপ বিচ্ছিন্ন অক্ষর আছে। এগুলোকে হরুফে মুকাত্তায়াত বলা হয়। এ গুলোর অর্থ জানা অপরিহার্য নয়, এর প্রতি ঈমানই যথেষ্ট। এগুলোর অর্থ ও রহস্য আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।
টীকা-২ ঃ দৃষ্টির অন্তরালে যা কিছু রয়েছে, তা সবই গায়েব যেমন ঃ আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌ত দোযখ ইত্যাদি।

٥ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٦ إِنَّ

৫। উলা—য়িকা 'আলা- হুদাম্ মির্ রব্বিহিম্ অউলা—য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ৬। ইন্নাল্
(৫) ওরাই তাদের রবের নিকট থেকে প্রাপ্ত হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (৬) নিশ্চয়ই

الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ★

লাযীনা কাফারূ সাওা—উন্ 'আলাইহিম্ আ আন্যারতাহুম্ আম্ লাম্ তুন্যির্ হুম্ লা- ইয়ু"মিনূন্।
যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে আপনি সাবধান করুন বা নাই করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।

٧ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ

৭। খতামাল্লা-হু 'আলা- ক্বুলূবিহিম্ অ আলা ~সাম্'ইহিম্ ; অ'আলা~ আব্ছোয়া-রিহিম্ গিশা-অতুঁও অলাহুম্
(৭) আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর ওপর পর্দা রয়েছে, তাদের জন্য আছে ১

عَذَابٌ عَظِيمٌ ٨ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ع ৭ ১

'আযা-বুন্ 'আজীম্। ৮। অমিনান্ না-সি মাইঁ ইয়াক্বূলু আ- মান্না- বিল্লা-হি, অবিল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি রুকু
কঠোর শাস্তি। (৮) আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন

وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٩ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ

অমা-হুম্ বিমু"মিনীন্। ৯। ইয়ুখ-দি'ঊনাল্লা-হা অল্লাযীনা আ-মানূ অমা- ইয়াখ্দা'ঊনা
করেছি, আসলে তারা মোটেও ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের ধোঁকা দিতে চায়, আসলে তারা ধোকা দেয়

إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ

ইল্লা ~ আন্ফুসাহুম্ অমা- ইয়াশ্'উরূন্। ১০। ফী ক্বুলূবিহিম্ মারদ্বুন্ ফাযা-দাহুমুল্লা-হু মারদ্বোয়া-,
নিজেদেরকেই, কিন্তু তারা তা বুঝে না। (১০) তাদের অন্তরে কঠিন রোগ রয়েছে, আর আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا

অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীমুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্যিবূন্। ১১। অইযা- ক্বীলা লাহুম্ লা-তুফ্সিদূ
করে দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, মিথ্যা বলার কারণে। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, বিপর্যয়

فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١٢ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

ফিল্ আরদ্বি ক্বা-লূ ~ইন্নামা- নাহ্নু মুছ্লিহূন্। ১২। আলা ~ইন্নাহুম্ হুমুল্ মুফ্সিদূনা
সৃষ্টি করো না দুনিয়াতে। তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা তো কেবল শান্তি স্থাপনকারী।' (১২) সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী

শানেনুযূল ঃ আয়াত - ৮ ঃ হযরত আলী (রাঃ) মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মুনাফেকী পরিত্যাগ কর, বাহ্যতঃ মুসলমান আর অন্তরে কুফরী, এটা অত্যন্ত জঘন্য। উত্তরে সে বলল, হে আবুল হাসান! আমাদের প্রতি আপনি এমন ধারণা পোষণ করেন! আমরা তো মুসলমান, আমরা তো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন। -(বয়ানুল কোরআন)

وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ

অলা-কিল্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ১৩। অইযা-ক্বীলা লাহুম্ আ-মিনূ কামা~ আ-মানান্ না-সু ক্বা-লূ~ আনু''মিনু

কিন্তু তারা তা বোঝে না। (১৩) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরাও ঈমান আন অন্যান্য লোকদের ন্যায় তখন তারা বলে,

كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾ وَاِذَا لَقُوا

কামা~ আ-মানাস্ সুফাহা—য়ু; আলা~ ইন্নাহুম্ হুমুস্ সুফাহা—উ অলা-কিল্ লা- ইয়া'লামূন্। ১৪। অইযা-লাক্বুল

আমরাও কি ঈমান আনব? নির্বোধ লোকদের মত ? সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। (১৪) যখন তারা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ

লাযীনা আ-মানূ ক্বা-লূ~ আ-মান্না-, অইযা-খালাও ইলা- শাইয়া-ত্বীনিহিম্ ক্বা-লূ~ ইন্না- মা'আকুম্

মুমিনদের সঙ্গে দেখা করে, তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি। যখন শয়তানদের নিকট যায়, তখন বলে, আমরা তো

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٥﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ

ইন্নামা- নাহ্নু মুস্তাহ্যিয়ূন্। ১৫। আল্লা-হু ইয়াস্তাহ্যিয়ু বিহিম্ অইয়ামুদ্দুহুম্ ফী ত্বুগ্ইয়া-নিহিম্

তোমাদের সাথেই আছি, ওদের সাথে তো তামাশা করেছি মাত্র। (১৫) আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং অবকাশ দেন,

يَعْمَهُوْنَ ﴿١٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ

ইয়া'মাহূন্। ১৬। উলা—য়িকাল্ লাযীনাশ্ তারা-য়ুদ্ব দ্বোয়ালা-লাতা বিল্ হুদা- ফামা- রাবিহাত্

ফলে তারা বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। (১৬) তারাই হেদায়েতের বদলে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের এ ব্যবসা

تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٧﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ

তিজ্বা-রাতুহুম্ অমা- কা-নূ মুহ্তাদীন্। ১৭। মাছালুহুম্ কামাছালিল্ লাযিস্ তাওক্বাদা

লাভজনক হয়নি, আর সত্য পথেও পরিচালিত নয়। (১৭) তাদের উপমা, ঐ লোকের ন্যায় যে আগুন জ্বালাল;

نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ

না-রান্ ফালাম্মা~ আদ্বোয়া—য়াত্ মা- হাওলাহূ যাহাবা ল্লা-হু বিনূরিহিম্ অতারাকাহুম্ ফী

তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল তখন আল্লাহ আলো নিভিয়ে দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন ঘোর অন্ধকারে,

ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٩﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ

জুলুমা-তিল লা-ইয়ুব্ছিরূন্। ১৮। ছুম্মুম্ বুক্মুন্ উ'ম্ইয়ুন্ ফাহুম্ লা-ইয়ারজ্বি'উন্। ১৯। আও কাছোয়াইয়িবিম্

ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, মূক, অন্ধ, তারা ফিরবে না। (১৯) অথবা তাদের অবস্থা

শানে নুযূল ঃ আয়াত নং ১৩ ঃ ইহুদীরা নিজেদের প্রশংসা করে বলত যে, আমাদের অন্তঃকরণে পর্দা আছে, আমাদের দ্বীনের কথা ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের কথা আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে এদের ভ্রষ্টতার উপর লা'নত করেছেন। –তাফসীরে ইবনে কাসীর

একদা মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখের প্রশংসা সকলের সামনে পৃথক পৃথকভাবে করল। তারপর তাঁরা যখন সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আপন সাথীদেরকে বলল, দেখলে তো, এদেরকে কেমন সন্তুষ্ট করে দিলাম। যেন সে বুজর্গদের সঙ্গে ঠাট্টাই করল। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –লুবাবুন্ নুযূল

مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِىٓ اٰذَانِهِمْ

মিনাস্ সামা—য়ি ফীহি জুলুমা-তুওঁ অরা'দুওঁ অবারক্ব; ইয়াজ্'আলূনা আছোয়া-বি'আহুম্ ফী~ আ-যা-নিহিম্

সেই পথিকের ন্যায় যে আকাশের প্রবল-বৃষ্টিতে পথ চলে, যাতে আছে ঘোর আঁধার, বজ্র ও বিদ্যুৎ, তারা

مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيطٌۢ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٢٠﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ

মিনাছ্ ছওয়া-'ইক্বি হাযারাল্ মাওত্; অল্লা-হু মুহীত্বুম্ বিল্‌কা-ফিরীন্। ২০। ইয়াকা-দুল্ বারক্বু

বজ্রের ধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে স্ব-স্ব আঙ্গুল আপন কানে দেয়। আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন (২০) বিদ্যুৎ

يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ

ইয়াখত্বোয়াফু আব্‌ছোয়া-রাহুম্ ; কুল্লামা~ আদ্বোয়া—য়া লাহুম্ মাশাও ফীহি অইযা~ আজ্‌লামা 'আলাইহিম্

চমক যেন তাদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেবে; বিদ্যুৎ চমকালে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাতে তারা হাঁটে, অন্ধকার

قَامُوا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

ক্বা-মূ ; অলাও শা—য়া ল্লা-হু লাযাহাবা বিসাম্'ইহিম্ অআবছোয়া-রিহিম্ ; ইন্না ল্লা-হা 'আলা- কুল্লি

হলে থমকে দাঁড়ায়; আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ শক্তি ও দেখার শক্তি অবশ্যই কেড়ে নিতেন, আল্লাহ

شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ ع ২ ১৭ ২ রুকু

শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২১। ইয়া~ আইয়্যুহান্ না-সু' বুদূ রব্বাকুমুল্ লাযী খালাক্বাকুম্ অল্লাযীনা

সর্বশক্তিমান। (২১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের ঐ রবের গোলামী কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرٰشًا وَّالسَّمَآءَ

মিন্ ক্বাব্‌লিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ২২। আল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আরদ্বোয়া ফিরা-শাওঁ অস্‌সামা—য়া

সৃষ্টি করেছেন; আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। (২২) যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা ও আকাশকে

بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ

বিনা—য়াওঁ অআন্‌যালা মিনাস্ সামা—য়ি মা—য়ান্ ফাআখ্‌রাজ্বা বিহী মিনাছ্ ছামারা-তি রিয্‌ক্বাল্লাকুম্,

ছাদ করেছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করিয়ে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য বিভিন্ন ফল ফলাদি উৎপাদন করেন।

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا

ফালা- তাজ্ব্'আলূ লিল্লা-হি আন্‌দা-দাঁও অআন্‌তুম্ তা'লামূন্। ২৩। অইন্ কুন্‌তুম্ ফী রাইবিম্ মিম্মা-

কাজেই তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। (২৩) যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর

শানে নুযূল ঃ আয়াত নং-১৯ঃ একদা মদীনার দু'জন মুনাফেক মক্কাভিমুখে পলায়নরত অবস্থায় পথে বৃষ্টি বাদল, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে পতিত হল, ঘোর অন্ধকারও হয়ে গেল। তারা উভয়েই স্ববিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকে উঠলে সে আলোতে দু এক পা করে চলত। আবার অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে থাকত। বজ্র ধ্বনির ভয়াবহতায় মৃত্যুভয়ে কানের ছিদ্রে অঙ্গুলি গুঁজে দিত। শেষ পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে বলতে লাগল, প্রত্যুষে মেঘমুক্ত হলে আমরা হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এর দরবারে গিয়ে তাঁর সত্যিকার গোলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর ভোরে তারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হল। এ আয়াতে তাদের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। –লুবাবুন্ নুযূল

نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ

নায্যাল্না- 'আলা- 'আব্দিনা- ফা''তূ বিসূরাতিম্ মিম্ মিছ্লিহী অদ্'উ শুহাদা—য়াকুম্ মিন্ দূনি

আমার বান্দার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি তাতে, তবে অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের

اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ

ল্লা-হি ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ২৪। ফাইল্লাম্ তাফ্'আলূ অলান্ তাফ্'আলূ ফাত্তাক্বুন্ না-রাল্লাতী

সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২৪) আর যদি তোমরা তা করতে না পার, কোন দিন তা পারবেও না,

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অক্বূদুহান্ না-সু অল্ হিজা-রাতু উ'ইদ্দাত্ লিল্ কা-ফিরীন্। ২৫। অবাশ্শিরিল লাযীনা আ-মানূ

তবে ঐ আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। (২৫) আর তাদেরকে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا

অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি আন্না লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-র্; কুল্লামা-

সুসংবাদ দাও যারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে

رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا

রুযিক্বূ মিন্হা- মিন্ ছামারাতির্ রিয্ক্বান্ ক্বা-লূ হা-যাল্ লাযী রুযিক্বূনা- মিন্ ক্বাব্লু অউতূ

যখনই তাদেরকে ফল-মূল খেতে দেয়া হবে তখনই বলবে, এ রকম ফল তো ইতিপূর্বেও আমাদেরকে দেয়া হয়েছে; আর তাদেরকে

بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ

বিহী মুতাশা-বিহা-, অলাহুম্ ফীহা~ আয্ওয়া-জুম্ মুত্বোয়াহ্হারাতুওঁ অহুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ২৬। ইন্নাল্লা-হা

তদ্রূপ ফলই দেয়া হবে এবং তথায় থাকবে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী। আর তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

লা-ইয়াস্তাহ্য়ী~ আইঁ ইয়াদ্বরিবা মাছালাম্ মা- বা'উদ্বোয়াতান্ ফামা- ফাওক্বাহা-; ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ

লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তদপেক্ষা তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিতেও। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, এ

فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ

ফাইয়া'লামূনা আন্নাহুল্ হাক্ব্কু মির্ রব্বিহিম্ অআম্মাল্ লাযীনা কাফারূ ফাইয়াক্বূলূনা মা-যা~

উপমা তাদের রবের পক্ষ হতে সত্য; কিন্তু কাফেররা বলে যে, এ উপমা দিয়ে আল্লাহর কি উদ্দেশ্য

যোগসূত্র ও ব্যাখ্যা ঃ আয়াত নং ২১ঃ পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমান, কাফের ও মুনাফেক এ তিন সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করেন। এখন সাধারণভাবে সকলকে সম্বোধন করে তাঁর ইবাদতের আদেশ দিচ্ছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরআন মজীদ "হে মানুষ!" বলে মক্কাবাসীদেরকে এবং"হে ইমানদারেরা!" বলে মদীনাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত যেন, এটাই বলা হল যে, কুরআন একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং এটা দিয়ে কারা উপকৃত হবে, যেহেতু ইবাদতের মূল ভিত্তি দুটি– তৌহীদ ও রিসালত সেহেতু প্রথমে তৌহীদের বর্ণনা প্রদান করা হয়। –নূরুল কুলূব

أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا ۙ وَّيَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا ۚ وَمَا ওয়াক্বফে লাযেম

আরা-দাল্লা-হু বিহা-যা- মাছালা-; ইয়ুদ্বিল্লু বিহী কাছীরাওঁ অইয়াহ্দী বিহী কাছীরা-; অমা-

তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিপথগামী করেন এবং অনেককে সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি এরূপ উদাহরণ দিয়ে

يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهٖ ص

ইয়ুদ্বিল্লু বিহী~ ইল্লাল্ ফা-সিক্বীন্। ২৭। আল্লাযীনা ইয়ান্‌কু্দ্বূনা 'আহদা ল্লা-হি মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী

কাউকে বিপথগামী করেন না, অবাধ্য লোকদের ছাড়া। (২৭) যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকারের পর তা ভঙ্গ

وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ

অইয়াক্ব্‌ত্বোয়া'উনা মা~ আমারা ল্লা-হু বিহী~ আইঁ ইয়ূছলা অইয়ুফ্‌সিদূনা ফিল্ আর্‌দ্বি;

করে, এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তির সৃষ্টি করে

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٨﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا

উলা—য়িকা হুমুল্ খা-সিরূন্। ২৮। কাইফা তাক্‌ফুরূনা বিল্লা-হি অকুন্‌তুম্ আম্‌ওয়া-তান্

তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) কেমন করে আল্লাহর কুফরী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের

فَأَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٩﴾ هُوَ

ফাআহ্‌ইয়া-কুম্, ছুম্মা ইউমীতুকুম্ ছুম্মা ইউহ্‌য়ীকুম্ ছুম্মা ইলাইহি তুর্‌জা'উন্। ২৯। হুওয়াল্

প্রাণ দিয়েছেন, পুনরায় তিনিই মৃত্যু দেবেন, আবার জীবিত করবেন, অবশেষে তাঁর কাছেই যাবে। (২৯) তিনি

الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰٓى إِلَى السَّمَآءِ

লাযী খালাক্বা লাকুম্ মা- ফিল্ আর্‌দ্বি জ্বামী'আন্ ছুম্মাস্ তাওয়া~ ইলাস্ সামা—য়ি

এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু আছে যমীনে তার সবই, তারপর তিনি দৃষ্টি দিলেন আকাশের দিকে

فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ع ৩ ৯ ৩

ফাসাওওয়া- হুন্না সাব্'আ সামা-ওয়া-ত্; অহুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৩০। অইয্ ক্বা-লা রব্বুকা রুকু

এবং তাকে বিন্যস্ত করেন সপ্তাকাশে আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৩০) আর যখন আপনার রব

لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۚ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

লিল্ মালা—য়িকাতি ইন্নী জ্বা-'ইলুন্ ফিল্ আর্‌দ্বি খালীফাহ্; ক্বা-লূ~ আতাজ্ব্'আলু ফীহা- মাইঁ

ফেরেশ্‌তাদের বললেন, আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তারা বলল, আপনি কি তথায় এমন কাউকে সৃষ্টি

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সংলাপ ঃ আয়াত নং ২৯ঃ আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর পৃথিবীতে জিনদেরকে এবং আসমানে ফেরেশতাদেরকে আবাদ করলেন। দীর্ঘকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠে জিনদের বসবাস ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, শত্রুতা ও বিদ্রোহ বিরাজ করতে থাকে এবং বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের থেকে ভূ-পৃষ্ঠকে মুক্ত করার জন্য এক দল ফেরেশতা পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের দলপতি ছিল ইবলীস। ইবলীস ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে যমীনে আসল এবং দানবকুলকে আক্রমন করে পর্বতমালা ও দ্বীপাঞ্চলে তাড়িয়ে দিল। এতে ইবলীসের

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

ইয়ুফ্সিদু ফীহা- অইয়াস্ফিকুদ্ দিমা—য়া, অনাহ্নু নুসাব্বিহু বিহাম্দিকা অনুক্বাদ্দিসু
করতে চান যে অশান্তি ও রক্তপাত ঘটাবে আমরাই তো সর্বদা আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ

লাক্; ক্বা-লা ইন্নী~ আ'লামু মা-লা-তা'লামূন্। ৩১। অ'আল্লামা আ-দামাল্ আস্মা—য়া কুল্লাহা-ছুম্মা
তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (৩১) তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখালেন। পরে তাকে

عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ۖ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٢﴾

'আরাদ্বোয়াহুম্ 'আলাল্ মালা—য়িকাতি ফাক্বা-লা আম্বিয়ূনী বিআস্মা —য়ি হা~ উলা—য়ি ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
ফেরেশ্তাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, এখন তোমরা আমাকে নামগুলো বলে দাও, যদি সত্যবাদী হও।

﴿٣٢﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

৩২। ক্বা-লূ সুব্হা-নাকা লা-'ইল্মা লানা~ ইল্লা- মা- 'আল্লাম্তানা-; ইন্নাকা আন্তাল্ 'আলীমুল্ হাকীম্।
(৩২) বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কিছুই জানি না আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তার বাইরে। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানী।

﴿٣٣﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۙ قَالَ

৩৩। ক্বা-লা ইয়া~ আ-দামু আম্বি'হুম্ বিআস্মা—য়িহিম্ ফালাম্মা~ আম্বায়াহুম্ বিআস্মা—য়িহিম্ ক্বা-লা
(৩৩) বলেন, হে আদম! বলে দাও, এদের নাম। যখন তিনি এদের নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ বললেন; আমি কি

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۙ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

আলাম্ আক্বুল্ লাকুম্ ইন্নী~ আ'লামু গাইবাস্ সামা—ওয়া-তি অল্আর্দ্বি অআ'লামু মা-তুব্দূনা
বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের অদৃশ্য বিষয় জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

অমা- কুন্তুম্ তাক্তুমূন্। ৩৪। অইয্ ক্বুল্না- লিল্মালা—য়িকাতিস্ জ্বুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ~
তাও আমি জানি। (৩৪) যখন ফেরেশ্তাদের বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত

إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ

ইল্লা~ ইব্লীস্; আবা-অস্তাক্বারা অকা-না মিনাল্ কা-ফিরীন্। ৩৫। অক্বুল্না- ইয়া~ আ-দামুস্
সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য ও অহংকার করল এবং কাফের হয়ে গেল।[১] (৩৫) বললাম, হে আদম! তুমি এবং

[১] মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ফলে সে অহঙ্কার করতে লাগল। ফেরেশতারা যখন আদম সৃষ্টির কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁরা জিন জাতির উপর অনুমান করে, আর ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের মতে, আল্লাহ্র সংবাদ অনুসারে বলতে লাগলেন, এমন মাখলুক সৃষ্টি করা সমীচীন নয় যারা ফাসাদ ও রক্তপাত করবে আমরাইত আপনার আদেশ পালনের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাআ'লা আদম সৃষ্টির রহস্য প্রকাশের জন্য আদম (আঃ)-কে অনেক কিছু শিক্ষা দিলেন। – লুবাবুন্ নুযূল

اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا

কুন্ আন্‌তা অযাওজ্বু কাল্ জ্বান্নাতা অকুলা- মিনহা- রাগাদান্ হাইছু শি'তুমা- অলা-তাক্ব্‌রাবা-
তোমার স্ত্রী বেহেশতে বাস কর। আর যেখানে যা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এ গাছের কাছেও

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا

হা-যিহিশ্ শাজ্বারাতা ফাতাকূনা- মিনায্ জোয়া-লিমীন্। ৩৬। ফাআযাল্লাহুমাশ্ শাইত্বোয়া-নু 'আন্‌হা- ফাআখ্‌রাজ্বাহুমা-
যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা গণ্য হবে যালিমরূপে।[২] (৩৬) কিন্তু শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করল এবং আবাসস্থল

مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

মিম্মা-কা-না- ফীহি অক্বুল্‌নাহ্ বিত্বূ বা'দ্বুকুম্ লিবা'দ্বিন্ 'আদুওয়্যুন্ অলাকুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি
হতে বের করে দিল। বললাম, তোমরা নেমে পড় দুনিয়াতে। তোমরা পরস্পর শত্রু। তোমাদের[৩] জন্য রইল

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلٰى حِينٍ ﴿٣٧﴾ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط

মুস্‌তাক্বাররুওঁ অমাতা-উ'ন্ ইলা-হীন্। ৩৭। ফাতালাক্ব্‌ক্বা~ আ-দামু মির্ রব্বিহী কালিমা-তিন্ ফাতা-বা 'আলাইহ্;
দুনিয়াতে কিছু কালের জন্য অবস্থান ও জীবিকা। (৩৭) আদম স্বীয় রব থেকে কিছু বাণী পেলেন। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٨﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي

ইন্নাহূ হুঅত তাওঅ-বুর রাহীম্। ৩৮। ক্বুল্‌নাহ্ বিত্বূ মিন্‌হা- জ্বামী'আন্, ফাইম্মা- ইয়া'তিইয়ান্নাকুম্ মিন্নী
নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (৩৮) বললাম, সকলেই নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে কোন উপদেশ

هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ

হুদান্ ফামান্ তাবি'আ হুদা-ইয়া ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ৩৯। অল্লাযীনা
আসবে তখন যারা মানবে আমার উপদেশ তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না। (৩৯) আর যারা

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيٰتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ☆ ৪ ع ১০ ৪ রুকু

কাফারূ অকায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা~ উলা—য়িকা আছ্‌হা-বুন্ না-রি, হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্।
কাফের এবং মিথ্যা মনে করবে আমার আয়াতকে, তারা জাহান্নামী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

﴿٤٠﴾ يٰبَنِي إِسْرٰءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا

৪০। ইয়া-বানী~ ইস্‌রা—য়ীলায্ কুরূ নি'মাতিইয়াল্ লাতী~ আন্'আম্‌তু 'আলাইকুম্ অআওফূ
(৪০) হে বনী ইসরাঈল![৪] আমার দেয়া নিয়ামত স্মরণ কর, আমার সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূরণ কর, তাহলে

টীকা ঃ (১) ইবলীস ফেরেশতা ছিল না, কিন্তু ফেরেশ্‌তাদের সাথে বসবাসের কারণে সে তাদেরই একজন হয়ে গেল। তাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ তার উপরও প্রযোজ্য ছিল। (২) অনেক তাফসীরকারের মতে ঐ গাছটি গম বা ধান গাছ ছিল। (৩) ইবলীস প্রাণপণ চেষ্টা করে প্রথমে হযরত হাওয়াকে এবং পরে হযরত আদম (আঃ)-কে ঐ বৃক্ষের ফল খাওয়ায়। ফলে তাঁরা আর বেহেশতে থাকতে পারেননি। (৪) হযরত ইয়া'কূব (আঃ)-এর আর এক নাম ছিল ইসরাঈল, তাঁর বংশধররাই বনী ইসরাঈল। পরবর্তীকালে এরাই ইয়াহুদী নামে পরিচিত হয়।

بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤١﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ

বি'আহ্দী~ ঊফি বি'আহ্দিকুম্, অইইয়া-ইয়া ফার্হাবূন্। ৪১। অআ-মিনূ বিমা~ আন্যাল্তু

আমিও তোমাদের সঙ্গে তা পূরণ করব। আর কেবল আমাকেই ভয় কর। (৪১) তোমরা ঈমান আন, তাতে, যা নাযিল

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ

মুছোয়াদ্দিক্বাল লিমা- মা'আকুম্ অলা- তাকূনূ~ আওওয়ালা কা-ফিরিম্ বিহী অলা-তাশ্তারূ বিআ-ইয়া-তী

করেছি আর তার সমর্থনে যা আছে, আর তোমরাই প্রথম তা অস্বীকারকারী হয়ো না আর সামান্য মূল্যে আমার আয়াত

ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤٢﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا

ছামানান্ ক্বালীলাওঁ অইইয়া-ইয়া ফাত্তাক্বূন্। ৪২। অলা- তাল্বিসুল্ হাক্ব্ক্বা বিল্বা-ত্বিলি অতাক্তুমুল্

বিক্রি করো না। কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর। (৪২) আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না, এবং

الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ

হাক্ব্ক্বা অআন্তুম্ তা'লামূন্। ৪৩। ওয়া আক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা অর্কা'ঊ মা'আর্

জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না। (৪৩) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ'

الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٤﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ

রা-কি'ঈন্। ৪৪। আতা''মুরূনান্ না-সা বিল্বির্রি অতান্সাওনা আন্ফুসাকুম্ অআন্তুম্ তাত্লূনাল্

করো। (৪৪) তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে থাক? অথচ তোমরা কিতাব

الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ

কিতা-ব্; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৪৫। অস্তা'ঈনূ বিছ্ছোয়াব্রি অছ্ছলা-হ্; অইন্নাহা- লাকাবীরাতুন্

পাঠ কর; তবে কি বোঝ না? (৪৫) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, অবশ্য এটা অত্যন্ত কঠিন,

اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٦﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ

ইল্লা- 'আলাল্ খা-শি'ঈন্। ৪৬। আল্লাযীনা ইয়াজুন্নূনা আন্নাহুম্ মুলা-ক্বূ রব্বিহিম্ অআন্নাহুম্ ইলাইহি

বিনয়ী লোকদের ছাড়া অন্যদের নিকট। (৪৬) যারা স্বীয় রবের সঙ্গে সাক্ষাতকে বিশ্বাস করে আর তাঁরই কাছে

رٰجِعُوْنَ ﴿٤٧﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

রা-জি'ঊন্। ৪৭। ইয়া-বানী~ ইস্রা—য়ীলায্ কুরূ নি'মাতিইয়াল্লাতী~ আন্'আম্তু 'আলাইকুম্

তাদের ফিরে যেতে হবে। (৪৭) হে বনী ইসরাঈল! আমার ঐ নিয়ামতকে স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং বিশ্ববাসীর

● এক চতুর্থাংশ ع ৭ ৫ রুকু

শানে নুযূল ঃ আয়াত নং৪৪ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ইহুদী শাস্ত্রজ্ঞ আলেমরা তাদের আত্মীয়-স্বজন হতে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদেরকে বলত, 'তোমরা এই ধর্মে স্থির থাক, যেহেতু এটা সত্য ধর্ম।' অথচ তারা নিজেরা তা গ্রহণ করছিল না। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। যোগসূত্র ঃ অত্র আয়াতে ইসলামী ধারা উপধারা কার্যকরি করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে উৎসাহ প্রদান করা হয়। কিন্তু এতে একটি সন্দেহ ছিল যে, সম্ভবতঃ যাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তাদের নিকট রাসূল (ছঃ)-এর নবুওয়াত ও রিসালতের কোন জ্ঞানই নেই, অতএব, ঈমানের অবর্তমানে তারা অক্ষম সাব্যস্ত হয়ে থাকবে। তাই তাগিদ ও উৎসাহ প্রদানের পর এমন একটি বাক্য উল্লেখ করছেন যা দিয়ে এটা প্রতিভাত হয়ে যায় যে, রাসূল (ছঃ) স্বীয় রিসালতের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার জ্ঞান তাদের নিকট ছিল।

وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٤٨﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ

অআন্নী ফাদ্দ্বোয়াল্তুকুম্ 'আলাল্ 'আ- লামীন্। ৪৮। অত্তাক্বূ ইয়াওমাল্ লা-তাজ্যী নাফ্সুন্ 'আন্ নাফ্সিন্
উপর তোমাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৪৮) ঐ দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে

شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

শাইয়াওঁ অলা-ইয়ুক্ববালু মিন্হা-শাফা-'আতুওঁ অলা- ইয়ু''খাযু মিন্হা- 'আদ্লুওঁ অলা-হুম্ ইয়ুন্ছোয়ারূন্।
না; কারো পক্ষে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না; কোন বিনিময়ও চলবে না এবং কেউ কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯। অইয নাজ্জাইনা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আওনা ইয়াসূমূনাকুম্ সূ—য়াল্ 'আযা-বি ইয়ুযাব্বিহূনা
(৪৯) যখন তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম [১] যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত,

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

আব্না—য়াকুম্ অইয়াস্তাহ্ইয়ূনা নিসা—য়াকুম্; অফী যা-লিকুম্ বালা—য়ুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আজীম্।
তারা পুত্র সন্তানদের হত্যা করে মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুত তাতে রবের পক্ষ হতে মহা পরীক্ষা ছিল।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০। অইয্ ফারাক্বনা- বিকুমুল্ বাহ্রা ফাআন্জ্বাইনা-কুম্ অআগ্রাক্বনা~ আ-লা ফির্'আওনা অআন্তুম্ তান্জুরূন্।
(৫০) আর যখন সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত [১] করে তোমাদেরকে রক্ষা করলাম আর ফেরাউনকে সঙ্গীসহ ডুবালাম, আর তোমরা তা দেখছিলে।

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ

৫১। অইয্ অ-'আদ্না- মূসা~ আর্বা'ঈনা লাইলাতান্ ছুম্মাত্তাখায্তুমুল্ 'ইজ্ লা মিম্ বা'দিহী
(৫১) আর যখন মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম, আর তার প্রস্থানের পর তোমরা গো-বৎস [২]

وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ

অআন্তুম্ জোয়া-লিমূন্। ৫২। ছুম্মা 'আফাওনা- 'আন্কুম্ মিম্ বা'দি যা-লিকা লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ৫৩। অইয্
পূজা করলে; বস্তুত তোমরা ছিলে জালিম। (৫২) তথাপি আমি ক্ষমা করে দিলাম, যেন কৃতজ্ঞ হও। (৫৩) আর যখন

آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা অল্ফুর্ক্বা-না লা'আল্লাকুম্ তাহ্তাদূন্। ৫৪। অইয্ ক্বা-লা মূসা-
মূসাকে কিতাব ও ফুরকান [৩] দিয়েছিলাম, যেন তোমরা সৎপথে চলতে পার। (৫৪) আর যখন মূসা স্বীয়

(১) যখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে মিসর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল তখন ফিরাউন তার দলবলসহ তাদের পেছনে ধাওয়া করে। পথে সাগর ছিল, আল্লাহর আদেশে সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে পার হয়ে যায়, কিন্তু ফিরাউন তার দলবলসহ তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। (২) গো-বৎসটি সামিরী নামক এক ব্যক্তি বানিয়েছিল। তার প্ররোচনায় একটি অংশ গো-বৎস পূজা করেছিল। (৩) যা সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করে দেয় তাকে ফুরকান বলে।

لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا

লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি ইন্নাকুম্ জোয়ালাম্তুম্ আন্ফুসাকুম্ বিত্তিখা-যিকুমুল্ 'ইজ্ব্লা ফাতূবূ~

কাওমকে বলল, হে আমার কাওম! তোমরা গো-বৎস পূজা করে নিজেদের উপর জুলুম করেছ। সুতরাং

اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ

ইলা- বা-রিয়িকুম্ ফাক্ব্তুলূ~ আন্ফুসাকুম্; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম্ 'ইন্দা বা-রিয়িকুম্; ফাতা-বা

তোমরা তওবা কর; অতঃপর নিজেদেরকে হত্যা কর; স্রষ্টার নিকট এটিই উত্তম; তিনি তাওবা কবূল করবেন;

عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ

'আলাইকুম্; ইন্নাহূ হুওয়াত্ তাও ওয়া-বুর রাহীম্। ৫৫। অইয কু্লতুম্ ইয়া-মূসা- লান্ নু''মিনা লাকা

তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, আল্লাহকে

حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ

হাত্তা- নারাল্লা-হা জ্বাহ্রাতান্ ফাআখাযাত্কুমুছ্ ছোয়া-'ইক্বাতু অআন্তুম্ তান্জুরূন্। ৫৬। ছুম্মা বা'আছ্না-কুম্

সরাসরি না দেখলে, তখন বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করল আর তোমরা সেদিকে তাকিয়ে রইলে (৫৬) তোমাদেরকে মৃত্যুর পর

مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

মিম্ বা'দি মাওতিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ৫৭। অজল্লাল্না-'আলাইকুমুল গামা-মা অআন্যাল্না- 'আলাইকুমুল

পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৫৭) আর মেঘ দিয়ে তোমাদের উপরে ছায়া দিলাম; খাওয়ার জন্য মান্না ও

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۭ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۭ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا

মান্না অস্সাল্ওয়া-; কুলূ মিন্ ত্বইয়্যিবা-তি মা-রাযাক্ব্না-কুম্; অমা-জোয়ালামূনা- অলা-কিন্ কা-নূ–

সালওয়া পাঠালাম। রিযিক হিসাবে আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য খাও। তারা আমার প্রতি জুলুম করেনি বরং নিজেরাই নিজেদের

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

আন্ফুসাহুম্ ইয়াজ্লিমূন্। ৫৮। অইয্ কু্লনাদ্ খুলূ হা-যিহিল্ ক্বার্ইয়াতা ফাকুলূ মিন্হা-হাইছু শি''তুম্

প্রতি জুলুম করেছে। (৫৮) আর যখন বললাম, প্রবেশ কর এ শহরে এবং যেখানে যত খুশি খাও; মস্তক অবনত করে দরজা

رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَسَنَزِيْدُ

রাগাদাওঁ অদ্খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদাওঁ অক্বূলূ হিত্তাতুন নাগ্ফির্লাকুম্ খাত্বোয়া-ইয়া-কুম্; অসানাযীদুল্

দিয়ে প্রবেশ কর এবং বল যে ক্ষমা চাই। তা হলে আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদেরকে

শ্বেত মেঘের ছায়া ও মান্না-ছালওয়ার অবতরণ ঃ আয়াত- ৫৭ ঃ সিরিয়া রাজ্য হতে আমেলাকাদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ইসরাঈলীদের প্রতি তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ হয়েছিল। তারা আমালেকাদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করায় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তীহ্ প্রান্তরে শাস্তিস্বরূপ চল্লিশ বছর যাবত সন্তাপিত অবস্থায় ঘুরাতে থাকেন। যেহেতু প্রান্তরটি তৃণ লতাহীন ছায়া শূন্য একটি বিশাল মাঠ ছিল। তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে বললে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা শ্বেত মেঘ দ্বারা তথায় ছায়াদান করলেন।

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا

মুহ্সিনীন্ । ৫৯ । ফাবাদ্দালাল্ লাযীনা জোয়ালামূ ক্বাওলান্ গাইরাল্লাযী ক্বীলা লাহুম্ ফাআন্যাল্না-

আরও বেশি দেব । (৫৯) কিন্তু জালিমরা আমার বলে দেয়া বক্তব্যকে পরিবর্তন করে দিল । ফলে

عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ ع ৬ ১৩ ৬ রুকু

'আলাল্ লাযীনা জোয়ালামূ রিজ্ব্ যাম মিনাস্ সামা—য়ি বিমা- কা-নূ ইয়াফ্সুকূন্ । ৬০ । অইযিস তাস্ক্বা-

আমি জালিমদের উপর তাদের পাপের কারণে আসমানী গযব নাযীল করলাম । (৬০) স্মরণ কর, যখন

مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

মূসা- লিক্বাওমিহী ফাক্বুল্নাদ্ব্ রিব্ বি'আছোয়া-কাল্ হাজ্বার্; ফান্ফাজ্বারাত্ মিন্হুছ্ নাতা-

মূসা তার গোত্রের জন্য পানি চাইল, বললাম, হে মূসা! তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ফলে তখনই তা হতে বারটি

عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ

'আশ্রাতা 'আইনা-; ক্বাদ্ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্রাবাহুম্; কুলূ অশ্রাবু মির্ রিয্ক্বিল্লা-হি

ঝরণা প্রবাহিত হল । প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ পানঘাট চিনে নিল । বললাম, খাও, আর পান কর । আল্লাহর রিযক থেকে ।

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦١﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ

অলা-তা''ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফ্সিদীন্ । ৬১ । অইয্ ক্বুল্তুম্ ইয়া-মূসা- লান্ নাছ্বিরা 'আলা- ত্বো'আ-মিওঁ

আর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না । (৬১) আর যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাদ্যের উপর আর ধৈর্য রাখতে

وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا

ওয়া-হিদিন্ ফাদ্'উ লানা- রব্বাকা ইয়ুখ্রিজ্ব্ লানা- মিম্মা- তুম্বিতুল্ আর্দ্বু মিম্ বাক্ব্লিহা- অক্বিছ্ছা—য়িহা-

পারছি না, আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট চাও, যেন তিনি ভূমি থেকে শাক-সব্জী,

وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي

অফূমিহা- অ'আদাসিহা- অ বাছোয়ালিহা-; ক্বা-লা আতাস্তাব্দিলূনাল্ লাযী হুওয়া আদ্না-বিল্লাযী

শশা, গম, মসুর ও পিঁয়াজ উৎপন্ন করেন । তিনি বললেন, তোমরা কি উত্তম বস্তুর পরিবর্তে মন্দ বস্তু চাও?

هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

হুওয়া খাইর্; ইহ্বিত্বূ মিছ্রান্ ফাইন্না লাকুম্ মা-সায়াল্তুম্; অদ্বুরিবাত্ 'আলাইহিমুয্ যিল্লাতু

তাহলে এমন কোন শহরে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে । আর তারা লাঞ্ছনা

আর ক্ষুধা নিবারণের জন্য বৃক্ষ হতে তরুঞ্জা বীন নামক এক ধরনের সুমিষ্ট বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে দেন, তারা ওগুলো একত্রিত করে রুটি পাচন করত, আর বটের নামক এক প্রকারের পাখিবিশেষ তাদের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয়ে যেত, তারা সেগুলোকে নির্বিঘ্নে ধরে নিত । এ সহজ সাধ্য খাদ্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গায়েবী ভাণ্ডার থেকে তাদেরকে প্রদান করেন । কিন্তু এ চিরন্তন দুর্ভাগাজাতী কেবলমাত্র একটি সহজ আদেশ অমান্য করার কারণে তাদের নিকট হতে এ নেয়ামত তুলে নেয়া হয় । আদেশটি ছিল– ঐ বস্তুগুলো যাকে যথাক্রমে মান্না ও ছালওয়া বলা হয় । এগুলো প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ কর এবং পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করও না । এ আদেশ অমান্য করায় তাদের সঞ্চিত গোশত পঁচতে লাগল ।

وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ

অল্‌মাস্‌কানাতু অবা—যু বিগাদ্বোয়াবিম্ মিনাল্লা-হ্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তি

ও দারিদ্র্যতায় নিপতিত হয়ে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার

ع ৭ ২ ৭ রুকু

اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

ল্লা-হি অইয়াক্ব্‌তুলূনান্ নাবিইয়ীনা বিগাইরিল্ হাক্ব্; যা-লিকা বিমা- 'আছোয়াও অ কা-নূ ইয়া'তাদূন্।

করত আর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। নাফরমানী ও সীমালংঘনের কারণেই তাদের এ পরিণতি।

۝٦٢ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

৬২। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অল্লাযীনা হা-দূ অন্নাছোয়া-রা- অছ্‌ছোয়া-বিয়ীনা মান্ আ-মানা বিল্লা-হি

(৬২) নিশ্চয় যারা ঈমানদার, আর যারা ইহুদী এবং খ্রীস্টান ও সাবেঈন[১], যারাই আল্লাহ ও পরকালের

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খিরি অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালাহুম্ আজ্‌রুহুম্ 'ইন্দা রব্বিহিম্ অলা-খাওফুন্

প্রতি বিশ্বাস রাখে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই,

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٣ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ৬৩। অইয্ আখায্‌না- মীছা-ক্বাকুম্ অরাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্

আর তারা দুঃখিতও হবে না।(৬৩) আর যখন আমি ওয়াদা নিলাম এবং তুরকে তোমাদের উপর ধরলাম[২]।

الطُّوْرَ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝٦٤ ثُمَّ

তূ-র্; খুযূ মা~ আ-তাইনা-কুম্ বিক্বু্‌ওআতিওঁ অয্‌কুরূ মা-ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ৬৪। ছুম্মা

(বললাম) যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে, স্মরণ রাখ, যেন সতর্ক হতে পার। (৬৪) এর পরও

تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ

তাওয়াল্লাইতুম্ মিম্ বা'দি যা-লিকা ফালাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ অরাহ্‌মাতুহূ লাকুন্‌তুম্ মিনাল্.

তোমরা তা থেকে ফিরে গেলে, যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তবে নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত

الْخٰسِرِيْنَ ۝٦٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ

খা-সিরীন্। ৬৫। অলাক্বাদ্ 'আলিম্‌তুমুল্ লাযীনা' তাদাও মিন্‌কুম্ ফিস্ সাব্‌তি ফাক্বু্‌ল্‌না- লাহুম্

হতে। (৬৫) আর যারা শনিবারে সীমালংঘন করেছিল, তোমরা তাদের জানতে[৩]। আমি বললাম,

টিকা ঃ (১) সাবেঈনরা নক্ষত্র ও ফেরেশতাদের পূজারী। (২) বনী ইসরাঈল যখন তাওরাত মানতে অস্বীকার করল আল্লাহ তখন তাদের উপর পাহাড় ধরলেন তখন তারা ধ্বংস হওয়ার ভয়ে তা গ্রহণ করে নেয়। (৩) হযরত দাউদ (আঃ)-এর সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তখন শনিবারে মাছ ধরাসহ দুনিয়াবী সকল কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহর আদেশ লংঘন করে মাছ শিকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদের শাস্তি প্রদান করেন।

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَ

কূনূ ক্বিরাদাতান্ খা-সিয়ীন্। ৬৬। ফাজ্বা'আল্না-হা- নাকা-লা ল্লিমা- বাইনা ইয়াদাইহা- অমা-খাল্ফাহা-অ

তোমরা ঘৃণিত বানর হও।' (৬৬) এটা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن

মাও 'ইজোয়াতাল লিল্মুত্তাকীন্। ৬৭। অইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী~ ইন্নাল্লা-হা ইয়া''মুরুকুম্ আন্

মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করে দিলাম। (৬৭) যখন মূসা কাওমকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম

تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ

তায্বাহূ বাক্বারাহ্; ক্বালূ~ আতাত্তাখিযুনা- হুযুওয়া-; ক্বা-লা আ'ঊযুবিল্লা-হি আন্ আকূনা মিনাল্

দিচ্ছেন গাভী যবেহ করার। তারা বলল, তুমি কি ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আল্লাহর পানাহ্ চাই, মূর্খদের

الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

জ্বা-হিলীন্। ৬৮। ক্বা-লুদ'উ লানা- রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল্লানা- মা-হী; ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াক্বূলু ইন্নাহা-

দলভুক্ত হওয়া হতে। (৬৮) তারা বলল, রবকে বল, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে, তা কি? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন,

بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۚ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

বাক্বারাতুল লা-ফা-রিদ্বুওঁ অলা-বিক্র্; 'আওয়া-নুম্ বাইনা যা-লিক্; ফাফ্'আলূ মা- তু''মারূন্।

তা এমন একটি গাভী যা না বৃদ্ধ আর না বাছুর বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি,সুতরাং নির্দেশমত যবেহ কর।

﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

৬৯। ক্বা-লুদ্'উলানা- রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল্লানা- মা-লাওনুহা-; ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াক্বূলু ইন্নাহা- বাক্বারাতুন্

(৬৯) তারা বলল, রবকে বল যেন স্পষ্ট করে বলে দেন তার কি রং? মূসা বলল, সেটা হলুদ বর্ণের গাভী,

صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ

ছোয়াফ্রা—য়ু ফা-ক্বি'উল্লাওনুহা- তাসুর্রুন না-জিরীন্। ৭০। ক্বা-লুদ্'উলানা-রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল লানা- মা-হিয়া

রংটি উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়। (৭০) তারা বলল, তুমি রবকে বল, তিনি যেন বলে দেন সেটা কি?

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

ইন্নাল্ বাক্বারা তাশা-বাহা 'আলাইনা-; অইন্না~ ইন্শা—য়াল্লা-হু লামুহ্তাদূন্। ৭১। ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াক্বূলু

কেননা, গরুটি আমাদেরকে সন্দেহে ফেলল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই আমরা সুপথ পাব। (৭১) মূসা বলল, তিনি বলছেন,

যোগসূত্র ঃ আয়াত-৬৭ ঃ বনি ইসরাঈলের এক লোক অপর এক লোকের মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে প্রস্তাবকারী তাকে হত্যা করে। বনি ইসরাঈলীরা হত্যাকারীর সন্ধান না পেয়ে মূসা (আঃ)-এর নিকট উক্ত হত্যার তদন্ত দাবী করল। মূসা (আঃ) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী একটি গরু জবাই করতে বলেন,..... বাদবাকী ঘটনা কোরআনেই উল্লেখ আছে। এ ঘটনা উল্লেখ করে তাদের স্বভাবগত কূটতাত্ত্বিক হওয়ার কথা বর্ণনা করছেন। হাদীছ শরীফে আছে তারা এত বাড়াবাড়ি না করে যদি আদেশ মাত্র যে কোন একটি গরু জবাই করত, তবে এত কঠিন শর্তগুলো তাদের ওপর আরোপ করা হত না।

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا

ইন্নাহা-বাক্বারাতুল্ লা-যালূলুন্ তুছীরুল্ আরদ্বোয়া অলা-তাস্ক্বিল্ হার্‌ছা মুসাল্লামাতুল্ লা-শিয়াতা ফীহা-;
সেটা এমন গাভী যা জমি চাষে ও সেচে ব্যবহৃত হয়নি, এটি সুস্থ ও নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সঠিক তথ্য বলে দিলে,

৮ ع ১০ ৮ রুকু

قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِذْ

ক্বা-লুল্ আ-না জি্''তা বিল্হাক্ব; ফাযাবাহূহা- অমা- কা-দূ ইয়াফ্'আলূন্। ৭২। অইয্
অতঃপর তারা সেটিতাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যবেহ্ করেছিল। (৭২) যখন এক লোককে

قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٣﴾ فَقُلْنَا

ক্বাতাল্তুম্ নাফ্সান্ ফাদ্দা-রা''তুম্ ফীহা-; অল্লা-হু মুখ্‌রিজু্ম্ মা- কুন্তুম্ তাক্‌তুমূন্। ৭৩। ফাকু্‌লনাদ্ব্‌
হত্যা করে একে অপরের উপর দোষ চাপালে আল্লাহ গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইলেন। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম,

اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

রিবূহু বিবা'দ্বিহা-; কাযা-লিকা ইউহ্য়িল্লা-হুল্ মাওতা- অইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্।
এর একটুকরা দিয়ে আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান, যাতে বুঝতে পার।

﴿٧٤﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

৭৪। ছুম্মা ক্বাসাত্ ক্বু্লূবুকুম্ মিম্ বা'দি যা-লিকা ফাহিয়া কাল্ হিজ্বা-রাতি আও আশাদ্দু কাস্ওয়াহ্;
(৭৪) এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল[১], যেন তা পাথর বা তার চেয়েও কঠিনতর;

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ

অইন্না মিনাল হিজ্বা-রাতি লামা- ইয়াতাফাজ্জ্বারু মিন্হুল্ আন্হা-র্ ; অইন্না মিন্হা- লামা-ইয়াশ্শাক্ক্বু্ক্বা্কু্
কতক পাথর এমন যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আবার কোন কোন পাথর ফেটে যায়

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

ফাইয়াখ্রুজু্ মিন্হুল্ মা—উ; অইন্না মিন্হা—লামা-ইয়াহ্বিত্ মিন্ খাশ্ইয়াতিল্লা-হ্; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্
এবং তা থেকে পানি বের হয়; আর কতক আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ

'আম্মা—তা'মালূন্। ৭৫। আফাতাত্ব্ মা'উনা আইঁ ইয়ু''মিনূ লাকুম্ অক্বাদ্ কা-না ফারীকু্ম্ মিন্হুম্ ইয়াস্মা'উনা
বেখবর নন। (৭৫) তোমরা কি আশা কর যে, তারা (কাফেররা) তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল

টীকা-১ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের মনকে পাথর অপেক্ষাও কঠিন বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এরূপ পাথরও আছে– যা থেকে সুশীতল পানি নির্গত হয় এবং কোন কোন পাথর হতে সুমিষ্ট পানি নির্গত হয়। কিন্তু কাফেরদের হৃদয় হতে জ্ঞান বা করুণার ধারা নির্গত হয় না এবং অন্য স্থান হতেও তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের হৃদয় হতে জ্ঞান ও করুণার ধারা নির্গত হয়ে জগদ্বাসীকে শান্তি ও স্নেহ-করুণা বিলায়।

كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِذَا لَقُوا

কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুহার্‌রিফূনাহূ মিম্ বা'দি মা-'আক্বালূহু অহুম ইয়া'লামূন্। ৭৬। অইয়া-লাক্বুল
আল্লাহর বাণী শুনত এবং তা বুঝার পরও জেনে-শুনে তাকে পরিবর্তন করে দিত। (৭৬) আবার যখন মুমিনদের সঙ্গে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ

লাযীনা আ-মানূ ক্বা-লূ~ আ-মান্না-;অইয়া- খালা- বা'দুহুম্ ইলা- বা'দ্বিন্ ক্বালূ~ আতুহাদ্দিছূনাহুম্
মিলত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন একান্তে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আল্লাহর প্রকাশ

بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاۤجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَوَلَا

বিমা- ফাতাহাল্লা-হু 'আলাইকুম্ লিইয়ুহা—জ্জূকুম্ বিহী 'ইন্দা রব্বিকুম; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ৭৭। আওয়ালা-
করা বিষয় কি তাদের বলে দিচ্ছ, যাতে তারা তা দিয়ে রবের সামনে যুক্তি পেশ করবে, তোমরা কি বোঝ না? (৭৭) তারা কি

يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ইয়ুসির্‌রূনা অমা-ইয়ু'লিনূন্। ৭৮। অমিন্‌হুম উম্মিয়্যূনা লা-ইয়া'লামূনাল্
জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু অবগত আছেন। (৭৮) আর এমন কিছু মূর্খ আছে যাদের মিথ্যা আশা ছাড়া

الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ

অর্ধাংশ ●

কিতা-বা ইল্লা~ আমা-নিয়্যা অইন্ হুম্ ইল্লা-ইয়াজুন্নূন্। ৭৯। ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা ইয়াক্তুবূনাল্
কিতাবের কোন জ্ঞান নেই,তারা কেবল অমূলক ধারণাই করে। (৭৯) তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে যারা নিজ হাতে

الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۙ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا

কিতা-বা বিআইদীহিম্ ছুম্মা ইয়াক্বূলূনা হা-যা-মিন্ 'ইনদিল্লা-হি লিইয়াশ্‌তারূ বিহী ছামানান্
কিতাব লিখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযীলকৃত। যেন তার বিনিময়ে তারা গ্রহণ করতে পারে তুচ্ছ

قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَ

ক্বালীলা-;ফাওয়াইলু ল্লাহুম্ মিম্মা-কাতাবাত্ আইদীহিম অওয়াইলু ল্লাহুম্ মিম্মা-ইয়াক্‌সিবূন্। ৮০। অ
মূল্য। হাতে রচনা করায় তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর উপার্জিত বস্তুর কারণেও তাদের সর্বনাশ ঘটবে। (৮০) তারা

قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۗ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا

ক্বা-লূ লান্ তামাস্‌সানা ন্না-রু ইল্লা~ আইয়্যা-মাম্ মা'দূদাহ; ক্বুল্ আত্তাখায্‌তুম্ 'ইন্‌দাল্লা-হি 'আহ্‌দান্
বলে, কয়েকটি দিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। বলুন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে এ বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছ?

শানে নুযূল ঃ আয়াত-৭৯ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তওরাত গ্রন্থে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর এরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর নয়নযুগল হবে ডাগর, যেন সুরমা লাগানো রয়েছে, আর তাঁর উচ্চতা হবে মাঝারি। কেশরাশি হবে হালকা কোঁকড়ানো আর চেহারা মোবারক হবে সুন্দর। অথচ ইহুদী সম্প্রদায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁর অত্র গুণসমূহ বিকৃত করে প্রচার করতে লাগল যে, আমাদের গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি লম্বা ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট আর তাঁর চুল হবে সোজা। তাদের এহেন অসৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। – বয়ানুল কুরআন

فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾ بَلٰى مَنْ

ফালাই ইয়ুখলিফাল্লা-হু আহ্দাহূ~ আম্ তাকূ্লূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা-তা'লামূন্। ৮১। বালা- মান্
যাতে আল্লাহ স্বীয় ওয়াদার অন্যথা করবেন না; নাকি আল্লাহ সম্বন্ধে না জেনে এমন বলছ? (৮১) হ্যাঁ যে ব্যক্তি

كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ

কাসাবা সাইয়্যিয়াতাওঁ অআহা-ত্বোয়াত্ব্ বিহী খাত্বী—য়াতুহূ ফাউল—য়িকা আছ্হা-বুন্ না-রি হুম্
পাপ করেছে এবং তাকে পাপে ঘিরে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামবাসী। তারা তথায়

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ

ফীহা- খা-লিদূন্। ৮২। অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া- লিহা-তি উলা—য়িকা আছ্হা-বুল্ জান্নাতি
অনন্তকাল থাকবে। (৮২) আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই জান্নাতবাসী।

৯ ع ১১ ৯ রুকু

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ

হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ৮৩। অইয্ আখায্না- মীছা-ক্বা বানী~ ইস্রা—য়ীলা লা- তা'বুদূনা
তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। (৮৩) আর যখন বনী ইসরাঈলের ওয়াদা নিলাম যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত

اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

ইল্লাল্লা-হা অবিল ওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-নাওঁ অযিল্ ক্বুর্বা- অল্ইয়াতা-মা- অল্মাসা-কীনি
করো না, আর মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দীন-দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো এবং

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا

অকূ্লূ লিন্না-সি হুস্নাওঁ অআক্বীমুছ্ ছলা-তা ওয়াআ-তুয্ যাকা-হ্; ছুম্মা তাওয়াল্লাইতুম্ ইল্লা-
মানুষের সঙ্গে সদালাপ করো, নামায প্রতিষ্ঠা করো, আর যাকাত দাও। অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা

قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ

ক্বালীলাম্ মিন্কুম্ অআন্তুম্ মু'রিদূন্। ৮৪। অইয্ আখায্না- মীছা-ক্বাকুম্ লা-তাস্ফিকূনা
অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (৮৪) যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, পরস্পর রক্তপাত

دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ

দিমা—য়াকুম্ অলা-তুখ্রিজূ্না আন্ফুসাকুম্ মিন্ দিইয়া-রিকুম্ ছুম্মা আক্ব্রার্তুম্ অআন্তুম্
করবে না, তোমাদের লোকদেরকে বাড়ি হতে তাড়াবে না, অতঃপর স্বীকৃতি দিলে, এ বিষয়ে তোমরাই

শানে নুযূল ঃ আয়াত –৮১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন, তখন ইহুদীরা বলেছিল যে, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর এবং এর এক হাজার বছর আখেরাতের এক দিনের সমান সুতরাং আমরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করলেও এক সপ্তাহকাল ভোগ করব। (কেননা অপরাধের সময় অনুপাতে শাস্তি হবে আর মোট অপরাধের সময় দুনিয়ার বয়সের সম-সাময়িক হলেও তা সাত দিনের বেশি হতে পারে না।) তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইহুদীরা বলত,

تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٥﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ

তাশ্‌হাদূন্। ৮৫। ছুম্মা আন্‌তুম হা~ উলা—য়ি তাক্ব্‌তুলূনা আন্‌ফুসাকুম্ অতুখ্‌রিজুূনা ফারীক্বাম্ মিন্‌কুম্
সাক্ষী। (৮৫) তারপর তোমরাই পরস্পরকে হত্যা করেছ এবং বহিষ্কার করেছ দেশ থেকে তোমাদের

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ

মিন দিইয়া-রিহিম্ তাজোয়া-হারূনা 'আলাইহিম্ বিল্‌ইছ্‌মি অল্‌'উদ্‌ওয়া-ন্; অইঁইয়া''তূকুম্
এক দলকে; তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘনে একে অপরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছ, বন্দী হয়ে আসলে বিনিময়

اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ

উসা-রা-তুফা-দূহুম্ অহুওয়া মুহার্‌রামুন্ 'আলাইকুম ইখ্‌রা-জুহুম্ ; আফাতু''মিনূনা বিবা'দ্বিল্
দিয়ে মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ, তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর

الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا

কিতা-বি অতাক্‌ফুরূনা বিবা'দ্বিন্ ফামা-জ্বাযা—য়ু মাইঁ ইয়াফ্‌'আলু যা-লিকা মিন্‌কুম্ ইল্লা-
আর কিছু অংশ কর অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের

خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ

খিয্‌ইয়ুন্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়ুরাদ্দূনা ইলা~ আশাদ্দিল্ 'আযা-ব্;
প্রতিফল এ জগতে অপমান আর আখেরাতে কঠিন শাস্তির প্রতি নিক্ষেপ।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ আম্মা-তা'মালূন্ । ৮৬। উলা—য়িকাল লাযী নাশ্‌তারাউল্ হাইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া-
আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নন। (৮৬) তারাই পরকালের বিনিময়ে ইহকালকে ১০

بِالْاٰخِرَةِ ؗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا ع ৪ ১০ রুকু

বিল্‌আ-খিরাতি ফালা-ইয়ুখাফ্‌ফাফু 'আন্‌হুমুল্ 'আযা-বু অলা-হুম ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্। ৮৭। অলাক্বাদ্ আ-তাইনা-
ক্রয় করে, তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না। আর না তারা সাহায্য পাবে। (৮৭) আমি মূসাকে কিতাব

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ؗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

মূসাল্ কিতা-বা অক্বাফ্‌ফাইনা- মিম্ বা'দিহী বির্‌রুসুলি অআ-তাইনা- 'ঈ-সাব্‌না মার্‌ইয়ামাল্
দিলাম, তারপর পর্যায়ক্রমে অনেক রাসূল পাঠালাম, আর মরিয়মের পুত্র ঈসাকে প্রকাশ্য প্রমাণাদি দিলাম

আমরা কেবল চল্লিশ দিন শাস্তি ভোগ করব, কেননা, আমরা বাছুর-পূজা করেছি ততদিন। এই কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর তারা অনন্ত সুখ শান্তিতে বসবাস করার বিশ্বাস পোষণ করত। কেননা, তাদের ধারণা অনুযায়ী দ্বীনে মুসবী চিরস্থায়ী। এটা কখনও রহিত হবে না। তাই তারা এখন ঈমানদার আর ঈমানদারের শাস্তি চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল ও অবাস্তব। দ্বীনে মুহাম্মদী অন্যান্য সকল দ্বীনকে রহিত করে দিয়েছে সুতরাং যারা এ দ্বীনে ঈমান আনে তারা ঈমানদার; নতুবা কাফের। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলবে।— বয়ানুল কুরআন

الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا

বাইয়্যিনা-তি অআইয়্যাদ্না-হু বিরূহিল ক্বুদুস; আফাকুল্লামা- জ্বা—য়াকুম্ রাসূলুম্ বিমা- লা-

এবং রূহুল কুদুস[১] দিয়ে তাঁকে সাহায্য করলাম, তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের মনঃপুত নয় এমন বিধান নিয়ে

تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۗ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۞

তাহ্ওয়া~ আন্ফুসুকুমুস্ তাক্বার্তুম্ ফাফারীক্বান্ কায্যাব্তুম্ অফারীক্বান্ তাক্বুতুলূন্।

আগমন করেছেন তখন তোমরা অহংকার করেছ, কতককে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর কতককে হত্যা করেছ?

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۞

৮৮। অক্বা-লূ ক্বুলূবুনা- গুল্ফ্; বাল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্রিহিম্ ফাক্বালীলাম্ মা- ইয়ু''মিনূন্।

(৮৮) তারা বলল, আমাদের মন সংরক্ষিত বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ তাদের লা'নত করলেন। তাই সামান্য সংখ্যকই বিশ্বাস করে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ

৮৯। অলাম্মা-জ্বা—য়াহুম্ কিতা-বুম্ মিন 'ইনদিল্লা-হি মুছোয়াদ্দিক্বুল্লিমা- মা'আহুম অকা-নূ মিন্ ক্বাব্লু

(৮৯) যখন কিতাব আসল যা তাদের কিতাবের সমর্থক; আর ইতোপূর্বে তারা কাফেরদের ওপর জয়ের আশাও করত

يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ

ইয়াস্তাফ্তিহূনা 'আলাল্ লাযীনা কাফারূ ফালাম্মা-জ্বা—য়াহুম্ মা- 'আরাফূ কাফারূ বিহী ফালা'নাতুল্লা-হি

কিন্তু যখন ঐ পরিচিত কিতাব আসল তখন তা অস্বীকার করল; আর অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۞ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا

'আলাল্ কা-ফিরীন্। ৯০। বি''সামাশ্ তারাও বিহী~ আন্ফুসাহুম্ আইঁ ইয়াক্ফুরূ বিমা~ আন্যালাল্লা-হু বাগ্ইয়ান্

লা'নত। (৯০) কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে বিক্রি করেছে তাদের আত্মাকে। আল্লাহ যা নাযীল করেছেন, হিংসায় তারা

اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى

আইঁ ইয়ুনায্যিলাল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী 'আলা- মাইঁ ইয়াশা—য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী ফাবা—য়ূ বিগাদ্বোয়াবিন্ 'আলা-

তাকে অস্বীকার করত শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তাই তারা ক্রোধের

غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۞ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

গাদ্বোয়াব্; অলিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন্। ৯১। অইযা- ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ বিমা~ আন্যালাল্লা-হু

পাত্র হল। কাফেরদের জন্য রেখেছে অপমানকর আযাব। (৯১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযীল করা সে বিষয়ে বিশ্বাস কর।

টীকা-১ঃ রুহুল কুদুস ঃ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে জিবরাঈল (আঃ)-কেই রুহুল কুদুস বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর তাঁর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কয়েক প্রকারে সাহায্য করা হয়। একঃ জন্মলগ্নে শয়তান হতে যেন মুক্ত থাকেন সে সাহায্য। দুইঃ তাঁরই ফুকে হযরত ঈসা (আঃ) মাতৃ উদরে আবির্ভূত হন। তিন ঃ অধিকাংশ ইহুদী তাঁর শত্রু ছিল, তাই হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঙ্গে থাকতেন এবং পরিশেষে তাঁর মাধ্যমেই আকাশে উত্তোলিত হন। আর ইহুদীরা বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এমনকি হযরত ঈসা (আঃ)-কেও হত্যা করতে চেয়েছিল এবং হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-কে তো হত্যাই করে ফেলেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ছয়ীদ ইবনে জোবাইর (রাঃ) বলেন, রুহুল কুদুস অর্থ ইছমে আযম, যার দ্বারা তিনি মৃতদের জীবিত করতেন।

قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ

ক্বা-লূ নু''মিনু বিমা~ উন্‌যিলা 'আলাইনা- অইয়াক্‌ফুরূনা বিমা- অরা—য়াহ্ অহুওয়াল্ হাক্ব্ব্

তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি আমাদের উপর অবতীর্ণ বিষয়। এছাড়া সব কিছুই তারা অস্বীকার করে, অথচ তা সত্য

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم

মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আহুম; ক্বুল্ ফালিমা তাক্বতুলূনা আম্‌বিয়া—য়াল্লা-হি মিন্ ক্বাবলু ইন্ কুন্‌তুম্

এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বলুন, ইতোপূর্বে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে? যদি তোমরা

مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ

মু''মিনীন্। ৯২। অলাক্বাদ্ জা—য়াকুম্ মূসা- বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ছুম্মাত্তাখায্‌তুমুল্ 'ইজ্বলা

মু'মিন হও। (৯২) নিশ্চয়, মূসা প্রকাশ্য প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, অথচ তার অনুপস্থিতিতে গো-বৎসের পূজা করেছিলে।

مِن بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ

মিম্ বা'দিহী অআনতুম্ জোয়া-লিমূন্। ৯৩। অইয্ আখায্‌না- মীছা-ক্বাকুম্ অরাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্ব্ ত্বূর;

তোমরা তো সীমা লংঘনকারী। (৯৩) যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম আর তূর-কে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম।

خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۖ وَأُشْرِبُوا فِى

খুযূ মা~ আতাইনা-কুম্ বিক্বুওয়্যাতিওঁ অস্‌মা'ঊ; ক্বা-লূ সামি'না- অ'আছোয়াইনা- অউশ্‌রিবূ ফী

যা তোমাদেরকে দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং মান। তারা বলল, শুনলাম-অমান্য করলাম। কুফরীর কারণে তাদের

قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم

ক্বুলূবিহিমুল্ 'ইজ্বলা বিকুফ্‌রিহিম; ক্বুল্ বি''সামা- ইয়া''মুরুকুম্ বিহী~ ঈমা-নুকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্

অন্তরে গো-ছানা প্রীতি সিঞ্চিত হল। আপনি বলে দিন, তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে খুবই নিন্দনীয় কাজের নির্দেশ

مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٤﴾ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن

মু''মিনীন্। ৯৪। ক্বুল্ ইন্ কা-নাত্ লাকুমুদ্ দা-রুল্ আ-খিরাতু 'ইন্‌দাল্লা-হি খা-লিছোয়াতাম্ মিন্

দিচ্ছে যদি তোমরা মু'মিন হও। (৯৪) বলুন, আল্লাহ আখেরাতের বাসস্থান শুধু তোমাদের জন্যই বরাদ্দ করে থাকলে

دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا

দূনিন্ না-সি ফাতামান্নায়ুল্ মাওতা ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৯৫। অলাইঁ ইয়াতামান্নাওহু আবাদাম্

তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৯৫) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা

শানে নুযূল ঃ আয়াত- ৯৪ঃ ইহুদীরা বলত, জান্নাতে ইহুদীরা ছাড়া আর কেউই যেতে পারবে না। এর প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।
ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের এ অমূলক দাবিও বাতিল করে দিয়েছেন যে, জান্নাতের উপভোগ যদি তোমাদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে তোমরা জলদি মৃত্যু কেন কামনা করছ না? যাতে মৃত্যুর সাথে সাথে আখেরাতে নিজেদের আসনসমূহে পৌঁছুতে পার। যারা আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে কেবল তারাই আখেরাতের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষিত হয়ে পড়ে এবং সত্বর মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু ইহুদীরা নিজেদের গর্হিত কাজের শাস্তির ভয়ে মৃত্যু হতে নিষ্কৃতি পেতে চায় এবং হাজার বছরের জীবন কামনা করে, তাদের অপকর্মের পরিণাম ফল যেন ভোগ করতে না হয়, অথচ তা ভোগ করতেই হবে। অতএব প্রমাণিত হল যে, তাদের দাবীতে বাস্তবতার লেশমাত্রও নেই।

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٦﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ

বিমা- ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জোয়া-লিমীন্। ৯৬। অলাতাজ্বিদান্নাহুম্ আহ্‌রাছোয়ান
করবে না। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৯৬) নিশ্চয় আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি

النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ

না-সি 'আলা-হাইয়া-তিন্, অমিনাল্ লাযীনা আশরাকূ ইয়াঅদ্দু আহাদুহুম লাও ইয়ু'আম্মারু আল্‌ফা
সমস্ত মানুষ এমন কি মুশরিকের চেয়ে অধিক লোভী পাবেন, তাদের প্রত্যেকেই হাজার বছর বাঁচার আশা করে;

سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

সানাতিন্, অমা-হুওয়া বিমুযাহ্‌যিহিহী মিনাল্ 'আযা-বি আইঁ ইয়ু'আম্মার্; অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-
কিন্তু সেই দীর্ঘ জীবনও তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না; আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

ইয়া'মালূন্। ৯৭। কুল্ মান্ কা-না 'আদুওয়্যাল লিজ্‌ব্‌রীলা ফাইন্নাহূ নায্‌যালাহূ 'আলা- ক্বাল্‌বিকা বিইয্‌নিল্লা-হি
দেখেন। (৯৭) বলুন, কেউ জিব্রীলের শত্রু এজন্য হয় যে, সে আল্লাহর হুকুমে আপনার অন্তরে তা অবতীর্ণ করে

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٨﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি অহুদাওঁ অবুশ্‌রা-লিল্‌মু'মিনীন্। ৯৮। মান্ কা-না 'আদুও ওয়াল লিল্লা-হি
যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ। (৯৮) যে আল্লাহর, ফেরেশতাদের,

وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٩﴾ وَلَقَدْ

অমালা—য়িকাতিহী অরুসুলিহী অজ্‌ব্‌রীলা অমীকা-লা ফাইন্নাল্লা-হা 'আদুওয়্যাল্লিল্ কা-ফিরীন্। ৯৯। অলাক্বাদ
রাসূলদের, জিব্রীলের ও মীকাঈলের শত্রু হয় (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ কাফেরদের শত্রু। (৯৯) নিশ্চয়

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾ أَوَكُلَّمَا

আন্‌যাল্‌না~ ইলাইকা আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিন্ অমা-ইয়াক্‌ফুরু বিহা~ ইল্লাল্ ফা-সিক্বূন। ১০০। আওয়া কুল্লামা-
আপনার কাছে প্রকাশ্য নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। ফাসিক ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না। (১০০) কি ব্যাপার! যখনই

عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ وَلَمَّا

'আ-হাদূ' আহ্‌দান নাবাযাহূ ফারীক্বুম্ মিন্‌হুম্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্। ১০১। অলাম্মা-
অঙ্গীকার করে, তখনই একদল তা ভঙ্গ করে। বরং তাদের অধিকাংশ ঈমান আনবে না। (১০১) যখন তাদের কাছে

শানে নুযূল ঃ আয়াত-৯৮ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) নবী হওয়ার পর ইহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাদের একদল তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব, আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা ঈমান আনব। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর অনুমতিক্রমে তারা বলল, তাওরাত অবতীর্ণের পূর্বে ইয়াক্‌ব (আঃ) কোন্ বস্তু নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত শুক্র হতে কখনও ছেলে, কখনও বা মেয়ে কেন জন্মে? তাওরাতে শেষ নবীর পরিচয় কি লিখা আছে এবং কোন্ কোন্ ফেরেশতা তাঁর সঙ্গী হবে? রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সঠিকভাবে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিলেন। ইহুদীরা উত্তর মেনে নেয়ার পর বলল, জিব্রাঈল তো পূর্ব হতেই আমাদের শত্রু, তদস্থলে অন্য কেউ হলে আমরী ঈমান আনতাম। ফলে এ আয়াত নাযিল হয়।– ইব্‌নে কাছীর

جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ

জ্বা—য়াহুম্ রাসূলুম্ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি মুছোয়াদ্দিক্বুল লিমা- মা'আহুম্ নাবাযা ফারীক্বুম্ মিনাল্লাযীনা
কোন রাসূল আসলেন, যিনি তাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক, যখন তাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ পক্ষ

اُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

উতুল্ কিতা-বা কিতাবা ল্লা-হি অরা—য়া জুহূরিহিম কাআন্নাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্।
হতে, তখন একদল আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ফেলে দিল,যেন তারা কিছুই জানে না।

۝١٠٢ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ

১০২। অত্তাবা'উ মা-তাত্লুশ্ শাইয়া-ত্বীনু 'আলা-মুল্কি সুলাইমা-না অমা-কাফারা সুলাইমা-নু অলা-কিন্নাশ্
(১০২) তারা তা অনুসরণ করল, আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা মানত। সুলাইমান

الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ

শাইয়া-ত্বীনা কাফারূ ইয়ু'আল্লিমূনান্ না-স্বাস্ সিহ্রা অমা~ উন্যিলা 'আলাল্ মালাকাইনি বিবা-বিলা
তো কাফের নন। কিন্তু শয়তানরা কাফের। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিল শহরে[১],

هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

হা-রূতা অমা-রূত্; অমা-ইয়ু'আল্লিমা-নি মিন্ আহাদিন্ হাত্তা-ইয়াক্বূলা~ ইন্নামা-নাহ্নু ফিত্নাতুন্
হারূত ও মারূত[২] ফেরেশতাদ্বয়ের ওপর নাযিল হয়েছিল। তারা শিক্ষা দেয়ার সময় বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; তোমরা

فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ

ফালা-তাক্ফুর্ ; ফাইয়াতা'আল্লামূনা মিনহুমা- মা- ইয়ুফার্রিক্বূনা বিহী বাইনাল্ মার্য়ি অযাওজ্বিহ্; অমা-হুম
কুফরী করো না তারা দুজনের নিকট এমন যাদু শিখত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া

بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ

বিদ্বোয়া—র্রীনা বিহী মিন্ আহাদিন্ ইল্লা-বিইয্নিল্লা-হ্; অইয়াতা'আল্লামূনা মা-ইয়াদ্বুর্রুহুম্ অলা-ইয়ান্ফা'উহুম্;
তারা কারও ক্ষতি করতে পারত না। যা ক্ষতি করে তাই তারা শিখত, কোন লাভ হয় না। আর তারা

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا

অলাক্বাদ্ 'আলিমূ লামানিশ্ তারা-হু মা-লাহূ ফিল্ আ-খিরাতি মিন্ খালা-ক্ব্ ; অলাবি"সা মা-
নিশ্চিত জানে যে, যে তা অর্জন করে আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে বিক্রয়

টিকাঃ (১) বাবিল বা ব্যাবিলন শহরটি ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত। (২) আল্লাহ মানুষকে যাদুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এ ফেরেশতাদ্বয়কে প্রেরণ করেন।
শানে নুযূল ঃ আয়াত- ১০২ ঃ হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে ইহুদীরা যাদুকর মনে করত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে সম্মানের সাথে স্মরণ করলেন, তখন ইহুদীরা বলল, কি আশ্চর্য ব্যাপার। মুহাম্মদ (ছঃ) সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলছে– সুলাইমানকেও নবীদের মধ্যে গণনা করেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন যাদুকর এবং সেই যাদু বলে তিনি শূন্যে বিচরণ করতেন (নাউযু বিল্লাহ)। তখন এরই প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-১০২ ঃ উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহর

شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ

শারাও বিহী~ আন্‌ফুসাহুম্ ; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ১০৩। অলাও আন্নাহুম্ আ-মানূ অত্তাক্বাও লামাছূবাতুম্ মিন্

করেছে তাদের আত্মাকে; যদি তারা জানত। (১০৩) যদি তারা মু'মিন ও মুত্তাকী হত, তবে অবশ্যই এর প্রতিফল

১২ ع ৭ ১২ রুকু

عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۴﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

'ইন্‌দিল্লা-হি খাইর্; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ১০৪। ইয়া~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্বূলূ রা-'ইনা-

আল্লাহর নিকট কল্যাণকর হত। যদি তারা বুঝত। (১০৪) হে ঈমানদাররা! 'রায়েনা'[১] বলো না,

وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۵﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অক্বূলুন্ জুর্‌না- অস্‌মা'উ; অলিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বুন্ আলীম্। ১০৫। মা-ইয়াঅদ্দুল্লাযীনা কাফারূ

'উন্‌যুরনা' বল, এবং ভালভাবে শুন আর কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে। (১০৫) কিতাবীদের ভেতর যারা কাফের

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ

মিন্ আহলিল্ কিতা-বি অলাল্ মুশরিকীনা আইঁ ইয়ুনায্‌যালা 'আলাইকুম্ মিন্ খাইরিম্ মির্ রব্বিকুম্;

এবং যারা মুশরিক তারা পছন্দ করে না যে, রবের পক্ষ হতে তোমাদের কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۶﴾ مَا نَنْسَخْ

অল্লা-হু ইয়াখ্‌তাছ্ছু বিরাহ্‌মাতিহী মাইঁ ইয়াশা—য়ু অল্লা-হু যুল্‌ফাদ্বলিল্ 'আজীম্। ১০৬। মা-নান্‌সাখ্

আর আল্লাহ আপন অনুগ্রহ দিয়ে যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (১০৬) আমি যদি কোন

مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

মিন্ আ-ইয়াতিন আও নুন্‌সিহা- না"তি বিখাইরিম্ মিনহা~ আও মিছ্‌লিহা-; আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি

আয়াত রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই; তবে তা অপেক্ষা উত্তম বা সমতুল্য নিয়ে আসি। তুমি কি জান না

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۷﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

শাইয়িন ক্বাদীর্। ১০৭। আলাম্ তা'লাম আন্নাল্লা-হা লাহূ মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্দ্ব;

যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (১০৭) তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীনের শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর;

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۰۸﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا

অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা- নাছীর্। ১০৮। আম্ তুরীদূনা আন্ তাস্‌য়ালূ

আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন বন্ধুও নেই, সহায়ও নেই। (১০৮) তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে

কিতাব পেছনের দিকে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়ার কথাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ তারা কিতাবুল্লাহ পরিত্যাগ করে কতেক অযথা ভণ্ড কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ল– সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বকালের শয়তানদের যাদুর প্রতি। আর তারা সেটা সুলাইমান (আঃ)-এর প্রতি আরোপ করল, অথচ তারা সেই কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল, যারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিখাত এবং এ ইহুদী ও অন্যান্য লোকেরা তার প্রতি অণুপ্রাণিত হয়ে অনুকরণ করল। যদি সন্দেহমূলক বাক্য হয়, যার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না, তবে কুফরীর সম্ভাবনা বশতঃ তা হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। **টিকা-১ঃ** 'রায়েনা'-অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইহুদীদের ভাষায় এর অর্থ "হে বোকা"। তাই আল্লাহ তায়ালা ঐ শব্দের স্থলে 'উন্‌যুরনা' ব্যবহারের নির্দেশ দেন। **শানে নুযূল ঃ** আয়াত-১০৮ঃ রাফে' ইবনে হারমালা ও ওয়াহাব ইবনে যাইদ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে

رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ

রাসূলাকুম্ কামা- সুয়িলা মূসা- মিন্ কাব্‌ল্ ; অমাইঁ ইয়াতাবাদ্দালিল্ কুফ্‌রা বিল্ ঈমা-নি ফাক্বাদ্

ঐরূপ প্রশ্ন করবে যেমন- মূসাকে পূর্বে করা হয়েছিল? যে কুফরীকে ঈমানের পরিবর্তে গ্রহণ করে

ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٩﴾ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ

দ্বোয়াল্লা সাওয়া—য়াস্ সাবীল্। ১০৯। অদ্দা কাছীরুম্ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি লাও ইয়ারুদ্দূনাকুম্ মিম্

সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়ে। (১০৯) কিতাবের অনুসারীদের অনেকেই চায় যে,

بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

বা'দি ঈমা-নিকুম্ কুফ্‌ফা-রান্ হাসাদাম্ মিন্ 'ইনদি আন্‌ফুসিহিম মিম্ বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুমুল্

ঈমান আনার পর বিদ্বেষবশতঃ তোমাদেরকে আবার কাফের করে দেয়, হক সুস্পষ্ট হওয়ার পর। ক্ষমা কর

الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

হাক্কু ফা'ফূ অছ্‌ফাহূ হাত্তা- ইয়া'তিয়াল্লা-হু বিআম্‌রিহ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি

ও অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ কোন নির্দেশ প্রদান করেন; নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١١٠﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ

শাইয়িন্ ক্বাদী-র্। ১১০। অ আক্বী মুছ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা ; অমা- তুক্বাদ্দিমূ লিআন্‌ফুসিকুম্

উপরে মহা শক্তিমান। (১১০) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম কাজের যা আগে

• তিন চতুর্থাংশ

مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١١﴾ وَقَالُوْا لَنْ

মিন্ খাইরিন্ তাজ্বিদূহু 'ইন্‌দাল্লা-হ্ ; ইন্নাল্লা-হা বিমা- তা'মালূনা বাছীর। ১১১। অক্বা-লূ লাইঁ

প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে; আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (১১১) তারা বলে,

يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا

ইয়াদ্‌খুলাল্ জ্বান্নাতা ইল্লা- মান্ কা-না হূদান্ আও নাছোয়া-রা-; তিল্‌কা আমা-নিয়্যুহুম্; ক্বুল্ হা-তূ

ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের অলীক কল্পনা; আপনি বলুন, যদি

بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١٢﴾ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

বুরহা-নাকুম্ ইনকুনতুম ছোয়া-দিক্বীন্। ১১২। বালা- মান্ আস্‌লামা অজ্‌হাহূ লিল্লা-হি অহুওয়া মুহ্‌সিনুন্

সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর। (১১২) হাঁ যে কেউ আল্লাহতে সমর্পিত এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তবে

বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি ও মূসা (আঃ)-এর ন্যায় এক সাথে সন্নিবেশিত অবস্থায় কিতাব এনে দাও, আর পাথর হতে ঝর্ণা নির্গত কর তখন আমরা তোমার উপর ঈমান আনব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যখন তারা হুযুর (ছঃ)-কে বলল, তুমি যদি আপন রবকে প্রকাশ্যে দেখাও তবে ঈমান আনব। ইহুদীরা যেমন বলেছিল আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখাও। আয়াত-১০৯ঃ ইহুদী আখতারের দুই ছেলে হাই ও আবু এয়াছের সম্বন্ধে উদ্ধৃত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তারা চরম হিংসুটে ছিল এবং মুসলমানদের ইসলাম হতে ফিরিয়ে মুরতাদ বানাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। শানে নুযূল ঃ আয়াত-১১১ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নজরানের আদিবাসী খৃষ্টান

১৩ ع ৯ ১৩ রুকু

فَلَهٗۤ اَجۡرُهٗ عِنۡدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿١١٣﴾ وَقَالَتِ

ফালাহূ~ আজ্রুহূ 'ইন্দা রব্বিহী অলা-খাওফুন 'আলাইহিম অলা-হুম ইয়াহ্যানূন্। ১১৩। অক্বা-লাতিল্

তার ফল রয়েছে তার রবের নিকট, আর তাদের নেই কোন ভয় আর না তারা দুঃখিত হবে। (১১৩) ইহুদীরা

الۡيَهُوۡدُ لَيۡسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىۡءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيۡسَتِ الۡيَهُوۡدُ عَلٰى

ইয়াহূদু লাইসাতিন্ নাছোয়া-রা- 'আলা-শাইয়্যিওঁ অক্বা-লাতিন্ নাছোয়া-রা- লাইসাতিল্ ইয়াহূদু 'আলা-

বলে, খৃষ্টানরা সত্যের ওপর নেই; খৃষ্টানরাও বলে, ইহুদীরা সত্যের ওপর নেই অথচ

شَىۡءٍ ۙ وَّهُمۡ يَتۡلُوۡنَ الۡكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ مِثۡلَ

শাইয়্যিওঁ অহুম্ ইয়াত্লূ নাল্ কিতা-ব্; কাযা-লিকা ক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা মিছ্লা

তারা সবাই কিতাব পাঠ করে; এমনি করেই যারা কিছু জানে না তারাও তাদের কথার অনুরূপ বলে,

قَوۡلِهِمۡ ۚ فَاللّٰهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فِيۡمَا كَانُوۡا فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ

ক্বাওলিহিম্ ফাল্লা-হু ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্।

তারা যা নিয়ে মতভেদ করছিল, আল্লাহই কেয়ামতের দিন সেসবের মীমাংসা করে দেবেন।

﴿١١٤﴾ وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنۡ يُّذۡكَرَ فِيۡهَا اسۡمُهٗ وَسَعٰى فِىۡ

১১৪। অমান্ আজ্লামু মিম্মাম্ মান'আ মাসা-জ্বিদাল্লা-হি আইঁ ইয়ুয্কারা ফীহাছ্মুহূ- অসা'আ-ফী

(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয় এবং তা বিনাশের চেষ্টা করে, তার চেয়ে

خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ اَنۡ يَّدۡخُلُوۡهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيۡنَ ؕ لَهُمۡ فِى

খারা-বিহা-; উলা—য়িকা মা-কানা লাহুম আইঁ ইয়াদ্খুলূহা~ ইল্লা-খা—য়িফীন্; লাহুম্ ফিদ্

বড় জালিম আর কে আছে? তাদের ওতে প্রবেশ করা উচিত ছিল না ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে। এরূপ লোকের জন্য

الدُّنۡيَا خِزۡىٌ وَّلَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ﴿١١٥﴾ وَلِلّٰهِ الۡمَشۡرِقُ وَ

দুন্ইয়া-খিয্ইয়ুওঁ অলাহুম ফিল আ-খিরাতি 'আযা-বুন্ 'আজীম্।১১৫। অলিল্লা-হিল্ মাশ্রিক্বু অল্

আছে দুনিয়াতে অবমাননা আর আখেরাতে আছে কঠিন শাস্তি। (১১৫) আর পূর্ব ও

الۡمَغۡرِبُ ۚ فَاَيۡنَمَا تُوَلُّوۡا فَثَمَّ وَجۡهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿١١٦﴾ وَقَالُوا

মাগ্রিবু ফাআইনামা-তুওয়াল্লূ ফাছাম্মা অজ্হুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ১১৬। অক্বা-লুত

পশ্চিম আল্লাহর; তুমি যেদিকে মুখ কর সেদিকে আল্লাহ আছেন, আল্লাহ সর্বব্যাপী, মহাজ্ঞানী।(১১৬) তারা বলল,

দল রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল, তথায় ইহুদীরাও ছিল। রাফে ইবনে খোজায়মা, 'ইহুদী আলেম ঈসায়ীদেরকে বলে, তোমাদের ধর্ম কোন ভিত্তির উপর নেই, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবী হওয়াও অস্বীকার করল। তখন জনৈক নাজরানী ঈসায়ী অনুরূপ উত্তর দিয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-১১৩ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাফে' ইবনে খোযাইমা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে বলল, আপনি যেমন বলছেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, তবে আল্লাহকে বলুন, তিনি যেন স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন, আমরা যেন শুনি। এতে উদ্ধৃত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। শানে নুযূল ঃ আয়াত-১১৫ ঃ হযরত বরী'আ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। রাতে নামায পড়তে প্রস্তুত হলে কেবলার দিক নির্ণয় করা গেল না।

اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ

তাখাযাল্লা-হু অলাদান্ সুব্হা-নাহ্; বাল্ লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব ; কুল্লুল্ লাহূ
"আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" এসব থেকে তিনি পবিত্র, বরং আসমান যমীনের সবকিছু তাঁরই

قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ

ক্বা-নিতূন। ১১৭। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; অইযা-ক্বাদ্বোয়া~ আম্রান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু
অনুগত। (১১৭) আসমান ও যমীন তিনিই অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী স্রষ্টা; যখন তিনি কিছু করতে চান তখন বলেন,

لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ

লাহূ কুন্ ফাইয়া-কূন্। ১১৮। অক্বা-লাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা লাওলা-ইয়ুকাল্লিমুনাল্লা-হু আও তা'তীনা~
"হও", আর তা হয়ে যায়। (১১৮) আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা কেন বলেন না?

اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ

আ-ইয়াহ্; কাযা-লিকা ক্বা-লাল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম্ মিছ্লা ক্বাওলিহিম্; তাশা-বাহাত্ ক্বুলূবুহুম্; ক্বাদ্
বা কোন নির্দেশ কেন আসে না ? পূর্বের লোকেরাও তাদের মত বলত, তাদের সকলের অন্তর একইরূপ। আমি

بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ

বাইয়্যান্নাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিই ইয়ূক্বিনূন্। ১১৯। ইন্না~ আর্সাল্না-কা বিল্হাক্বি বাশীরাওঁ অনাযীরাওঁ
দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি। (১১৯) আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا

অলা-তুস্য়ালু 'আন্ আছ্হা-বিল্ জ্বাহীম। ১২০। অলান্ তার্দ্বোয়া-'আন্কাল্ ইয়াহূদু অলান্
আর জাহান্নামীদের বিষয় আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। (১২০) আপনার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না ইহুদী ও

النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

নাছোয়া-রা- হাত্তা- তাত্ত্বাবি'আ মিল্লাতাহুম্; ক্বুল্ ইন্না হুদাল্লা-হি হুওয়াল্ হুদা-; অলায়িনিত তাবা'তা
খৃষ্টানরা যতক্ষণ না তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন। বলুন, আল্লাহর পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ। জ্ঞান লাভের পর

اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ

আহ্ওয়া—য়াহুম্ বা'দাল্লাযী জ্বা—য়াকা মিনাল্ 'ইল্মি মা-লাকা মিনাল্লা-হি মিওঁ অলিয়্যিওঁ
আপনি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হন, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার কোন উদ্ধারকারী বা

অবশেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণা অনুসারে যে দিকে কেবলা মনে করল সে দিকেই নামায পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট সকালে ঘটনাটি বর্ণনা করা হলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকই আল্লাহর, সর্বত্রই তাঁর ঝলক বিরাজমান; তাই এরূপ দুর্বিপাকে পশ্চিম দিকের কোন বিশেষত্ব থাকে না। কারো কারো মতে আয়াতটি পর্যটন সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ কেউ যদি সফরে নফল নামায সওয়ারীতে বসে পড়তে চায়, তবে কেবলামুখী হওয়া শর্ত নয়।

وَّلَا نَصِيرٌ ﴿١٢١﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ

অলা-নাছীর্। ১২১। আল্লাযীনা আ-তাইনা হুমুল কিতা-বা ইয়াত্লূনাহূ হাক্ব্ক্বা তিলা-ওয়াতিহ ; উলা—য়িকা

সাহায্যকারী পাবেন না। (১২১) যাদেরকে কিতাব দিলাম তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে, তারাই

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

ইয়ু'মিনূনা বিহ্; অমাইঁ ইয়াক্ফুর বিহী ফাউলা—য়িকা হুমুল্ খা-সিরূন্। ১২২। ইয়া-বানী~ ইস্রা—য়ীলায্

ওতে বিশ্বাস করে, আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (১২২) হে বনী ইসরাইল!

اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

কুরূ নি'মাতিইয়াল্লাতী~ আন্'আম্তু 'আলাইকুম্ অআন্নী ফাদ্দ্বোয়াল্তুকুম্ 'আলাল্ 'আ-লামীন্।

তোমাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছি তা স্মরণ কর এবং তোমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি বিশ্ববাসীর উপর।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴿١٢٣﴾

১২৩। অত্তাক্বূ ইয়াওমাল লা-তাজ্যী নাফ্সুন্ 'আন নাফসিন্ শাইয়াওঁ অলা-ইয়ুক্ব্বালু মিন্হা-'আদ্লুওঁ

(১২৩) তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো না উপকারে আসবে, না কোন বিনিময় গৃহীত হবে, না সুপারিশ

وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

অলা- তান্ফা'উহা-শাফা'আতুওঁ অলা-হুম্ ইয়ুন্ছরূন্। ১২৪। অইযিব্ তালা~ ইব্রা-হীমা রব্বুহূ- বিকালিমা-তিন্

কাজে আসবে, আর না সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (১২৪) আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কিছু বিষয়ে পরীক্ষা করলেন,

فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ

ফাআতাম্মাহুন্; ক্বা-লা ইন্নী জ্বা-'ইলুকা লিন্না-সি ইমা-মা-; ক্বা-লা অমিন্ যুররিইয়্যাতী;

তখন তিনি উত্তীর্ণ হলেন। বললেন, "তোমাকে মানুষের নেতা বানাব।" বলল, "আমার বংশ হতেও"?

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ

ক্বা-লা লা-ইয়ানা-লু 'আহ্দিজ্জোয়া-লিমীন্। ১২৫। অইয্ জ্বা'আল্নাল্ বাইতা মাছা-বাতাল লিন্না-সি অআম্না-;

বললেন, আমার ওয়াদা জালিমদের জন্য নয়। (১২৫) যখন কা'বাকে মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান করলাম মানুষের জন্য;

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ

অত্তাখিযূ মিম্ মাক্বা-মি ইব্রা-হীমা মুছোয়াল্লান্ অ'আহিদ্না~ ইলা~ ইব্রা-হীমা অইস্মা-'ঈলা আন্

এবং বললাম মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান কর; আর আমি আদেশ করলাম, ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٦﴾ وَاِذْ قَالَ

ত্বোয়াহ্হিরা-বাইতিয়া লিত্ত্বোয়া—য়িফীনা অল্'আ-কিফীনা অররুক্কা'ইস্ সুজ্বূদ। ১২৬। অইয্ ক্বা-লা

তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে। (১২৬) আর স্মরণ কর যখন

إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ

ইব্রা-হীমু রব্বিজ্ব্‌ 'আল্‌ হা-যা- বালাদান্‌ আ-মিনাওঁ অর্‌যুক্ব্‌ আহ্‌লাহূ মিনাছ্‌ ছামারা-তি মান্‌ আ-মানা
ইবরাহীম বলল, হে আমার রব! একে নিরাপদ শহর করো, আর প্রদান করো আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসীকে

مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهٗ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهٗٓ

মিন্‌হুম্‌ বিল্লা-হি অল্‌ইয়াওমিল্‌ আ-খির্‌ ; ক্বা-লা অমান্‌ কাফারা ফাউমাত্তি'উহূ ক্বালীলান্‌ ছুম্মা আদ্বত্বোয়ার্‌রুহূ~
ফলমূল হতে জীবিকা, আল্লাহ বললেন, কাফেরকেও উপভোগ করতে দেব কিছু কালের জন্য, তারপর তাকে

إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (১২৭) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

ইলা- 'আযা-বিন্না-রি অবি''সাল মাছীর্‌। ১২৭। অইয্‌ ইয়ার্‌ফা'উ ইব্রা-হীমুল্‌ ক্বাওয়া-'ইদা মিনাল্‌
দোযখের শাস্তির প্রতি বাধ্য করব, ওটি জঘন্য স্থান। (১২৭) আর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তি গাঁথছিল

الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۭ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (১২৮) رَبَّنَا

বাইতি অইস্‌মা-'ঈল্‌; রব্বানা-তাক্বাব্বাল্‌ মিন্না; ইন্নাকা আনতাস্‌ সামী'উল্‌ 'আলীম্‌। ১২৮। রব্বানা-
তখন তারা দোয়া করছিল, হে রব! আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, জ্ঞানী। (১২৮) হে রব!

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

অজ্ব্‌'আল্‌না- মুস্‌লিমাইনি লাকা অমিন্‌ যুর্‌রিয়্যাতিনা- উম্মাতাম্‌ মুস্‌লিমাতাল্লাকা অআরিনা-মানা-সিকানা-অতুব্‌
আমাদেরকে আপনার অনুগত বানান, আমাদের বংশেও একটি মুসলিম উম্মত করুন, শিখিয়ে দিন হজ্বের আহকাম এবং

عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (১২৯) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

'আলাইনা-ইন্নাকা আন্‌তাত্‌ তাওয়্যা-বুর্‌ রাহীম্‌। ১২৯। রব্বানা-অব্‌'আছ্‌ ফীহিম রাসূলাম্‌ মিন্‌হুম্‌
ক্ষমা করে দিন। আপনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২৯) হে রব! তাদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করুন,

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۭ إِنَّكَ أَنْتَ

ইয়াত্‌লূ 'আলাইহিম্‌ আ-ইয়া-তিকা অইয়ু'আল্লিমুহুমুল্‌ কিতা-বা অল্‌ হিক্‌মাতা অইয়ুযাক্কী হিম্‌; ইন্নাকা আন্‌তাল্‌
যিনি আয়াত পড়বেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (১৩০) وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ ১৫ ع ৮ ১৫ রুকু

'আযীযুল্‌ হাকীম্‌। ১৩০। অমাইঁ ইয়ার্‌গাবু 'আম্মিল্লাতি ইব্রা-হীমা ইল্লা- মান্‌ সাফিহা নাফ্‌সাহ্‌; অলাক্বাদিছ্‌
পরাক্রমশালী, জ্ঞানী। (১৩০) যে নিজে নির্বোধ হয়েছে সে ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত হতে কে বিমুখ হবে? আমি তাকে এ

اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ (১৩১) إِذْ قَالَ لَهٗ

ত্বোয়াফাইনা-হু ফিদ্দুন্‌ইয়া- অইন্নাহূ ফিল্‌ আ-খিরাতি লামিনাছ্‌ ছোয়া-লিহীন্‌। ১৩১। ইয্‌ক্বা-লা লাহূ
জগতে মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত। (১৩১) যখন রব বললেন, আত্মসমর্পণ

رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ

রব্বুহূ~ আস্‌লিম্ ক্বা-লা আস্‌লাম্‌তু লিরব্বিল্ 'আ-লামীন। ১৩২। অঅছ্‌ছোয়া-বিহা~ ইব্রা-হীমু বানীহি
কর", বলল, "আমি বিশ্ব-রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।" (১৩২) আর এরই অসিয়ত করেছে ইব্‌রাহীম ও

وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

অইয়া'ক্বূব; ইয়া-বানিয়্যা ইন্নাল্লা-হাছ্ত্বোয়াফা- লাকুমুদ্দীনা ফালা-তামূ তুন্না ইল্লা- অআন্‌তুম্
ইয়া'কূব তার পুত্রদেরকে, হে সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের দ্বীন মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মরো না,

مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا

মুস্‌লিমূন্। ১৩৩। আম্ কুন্‌তুম্ শুহাদা—য়া ইয্ হাদ্বোয়ারা ইয়া'ক্বূবাল্ মাওতু ইয্ ক্বা-লা লিবানীহি মা-
মুসলমান না হয়ে। (১৩৩) তোমরা কি ইয়া'কূবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলে? সে যখন তার পুত্রদের বলেছিল,

تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ

তা'বুদূনা মিম বা'দী; ক্বা-লূ না'বুদু ইলা-হাকা অইলা-হা আ-বা—য়িকা ইব্রাহীমা অ
তোমরা আমার পরে কার ইবাদত করবে? বলল, যিনি আপনার ইলাহ, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম,

اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ

ইস্‌মা-'ঈলা অইস্‌হা-ক্বা ইলা-হাওঁ অ-হিদা- ও অনাহ্‌নু লাহূ মুস্‌লিমূন্। ১৩৪। তিল্‌কা উম্মাতুন্ ক্বাদ্
ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্‌রই ইবাদত করব, আর তাঁরই আনুগত্য করব। (১৩৪) সে দল অতীত হয়েছে,

خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

খালাত্, লাহা- মা- কাসাবাত্ অলাকুম্ মা-কাসাব্‌তুম্ অলা-তুস্‌য়ালূনা 'আম্মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।
তাদের কৃতকর্ম তাদের, আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের, তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا ﴿۱۳۵﴾

১৩৫। অক্বা-লূ কূনূ হূদান্ আও নাছোয়া-রা- তাহ্‌তাদূ; ক্বুল্ বাল্ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হানীফা-; অমা-
(১৩৫) আর তারা বলে, "ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও" ঠিক পথ পাবে। বলুন, বরং ইবরাহীমের দ্বীনটিই খাঁটি; তিনি

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى

কা-না মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১৩৬। ক্বূলূ~ আ-মান্না-বিল্লা-হি অমা~ উন্‌যিলা ইলাইনা- অমা~ উন্‌যিলা ইলা~
মুশরিক ছিলেন না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযীল হয়েছে আমাদের

اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَ

ইব্রা- হীমা অইস্‌মা-'ঈলা অইস্‌হা-ক্বা অইয়া'ক্বূবা অল্ আস্‌বা-ত্বি অমা~ ঊতিয়া মূসা- অ
প্রতি; ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক, ইয়া'কূব ও তাদের বংশধরদের প্রতি। আর যা রবের পক্ষ হতে মূসা,

عِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ

'ঈসা- অমা~ উতিয়ান্ নাবিয়্যূনা মির্ রব্বিহিম্ লা-নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম্ মিন্‌হুম্ অনাহ্‌নু
ঈসা ও অন্যান্য নবীদের দেয়া হয়েছে। আমরা পার্থক্য করি না তার, আমরা তাঁরই

لَهُ مُسْلِمُونَ ۝١٣٧ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا

লাহূ মুস্‌লিমূন্। ১৩৭। ফাইন্ আ-মানূ বিমিছ্‌লি মা~ আ-মান্‌তুম্ বিহী ফাক্বাদিহ্ তাদাও অইন্ তাওয়াল্লাও
অনুগত। (১৩৭) অতঃপর তারাও যদি ঈমান আনে তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তবে নিশ্চয়ই তারা সৎপথ পাবে;

فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝١٣٨ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ

ফাইন্নামা-হুম্ ফী শিক্বা-ক্বিন্ ফাসাইয়াক্‌ফীকা হুমুল্লা-হু অহুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ১৩৮। ছিব্‌গাতাল্লা-হি
যদি ফিরে যায়, তবে তারা হঠকারিতায়ই রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমার আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি শুনেন, জানেন। (১৩৮) আল্লাহর

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝١٣٩ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا

অমান্ আহসানু মিনাল্লা-হি ছিব্‌গাতাওঁ অনাহ্‌নু লাহূ 'আ-বিদূন। ১৩৯। ক্বুল্ আতুহা—জ্জূনানা-
রং এ রঞ্জিত। আল্লাহর রঙ অপেক্ষা উত্তম রঙের কে? আমরা তো তাঁরই ইবাদতকারী। (১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা

فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ

ফিল্লা-হি অহুঅ রব্বুনা- অরব্বুকুম্ অলানা~ আ'মা-লুনা- অলাকুম্ আ'মা-লুকুম্ অনাহ্‌নু লাহূ
কি আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করতে চাও? অথচ তিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব, আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের

مُخْلِصُونَ ۝١٤٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ

মুখ্‌লিছূন্। ১৪০। আম্ তাক্বূলূনা ইন্না ইব্রা-হীমা অইস্‌মা-'ঈলা অইস্‌হা-ক্বা অইয়া'ক্বূবা অল্
কর্ম তোমাদের, আমরা একনিষ্ঠ। (১৪০) তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর

الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

আস্‌বা-ত্বোয়া কা-নূ হূদান্ আও নাছোয়া-রা-; ক্বুল্ আআন্‌তুম্ আ'লামু আমিল্লা-হ্; অমান্ আজ্‌লামু মিম্মান্
বংশধরেরা ইয়াহূদী বা খৃষ্টান ছিল? বলুন, তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ? তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে গোপন করে

كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝١٤١ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ

কাতামা শাহা-দাতান্ 'ইন্‌দাহূ মিনাল্লা-হ্; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা-তা'মালূন্। ১৪১। তিল্‌কা উম্মাতুন্ ক্বাদ ১৬
আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত প্রমাণ? তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ অবগত। (১৪১) সে একদল (যারা) অতীত হয়েছে। ع

خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ * ১২ ১৬ রুকু

খালাত্, লাহা- মা- কাসাবাত্ অলাকুম্ মা- কাসাব্‌তুম্ অলা- তুস্‌য়ালূনা 'আম্মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।
তাদের কৃতকর্ম তাদের, তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের। তাদের কর্মের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।